



লঙ্কায় গেলেই কি রাবণ হতে  
হয়? -অরুণ কুমার  
পৃষ্ঠা - ০৫

# পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত



বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর - ০১ অক্টোবর, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪

Vol: 30, Issue: 19, Cooch Behar, Friday, 18 September - 01 October, 2026, Pages: 14 **Rs. 3**

## প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে সিতাই বাজারে ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ নিজস্ব প্রতিবেদন

**সিতাই:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ কর্মসূচি। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় সিতাই বাজারে বিশেষ উদ্যোগ নিল বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন সিতাই বাজারের বিভিন্ন দোকানদার ও ক্রেতাদের মধ্যে প্রদীপ বিতরণ করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দোকানের সামনে এবং নিজেদের বাড়িতে ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ জ্বালানোর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানান দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

বিজেপি নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে সিতাই বাজারেও এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সম্পাদিকা বিউটি রায়, সিতাই ১ নম্বর মণ্ডল বিজেপির সভাপতি সুকুমার বর্মণ, জেলা কমিটির সদস্য দীপক কুমার রায়-সহ দলের অন্যান্য কার্যকর্তারা।



## মাত্র ৫ সদস্য নিয়ে বোর্ড গঠন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে এক নাটকীয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটল। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান ও উপপ্রধান সহ মোট ১৩ জন সদস্যের পদত্যাগের পর তৈরি হওয়া শূন্যতায় মাত্র ৫ জন সদস্যকে নিয়েই বোর্ড গঠন করল বিজেপি। ২২ আসনবিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন সুশান্ত বর্মণ এবং উপপ্রধান হয়েছেন শক্তি সরকার। নতুন বোর্ড গঠনের খবর চাউর হতেই ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল থেকে ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে অফিসের সামনে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ও আতশবাজি ফাটিয়ে উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মণ সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। পরে নবনির্বাচিত প্রধান ও উপপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে বিজয় মিছিল বের হয়।



পূর্বোত্তর-এর অফিসে বিশ্বকর্মা পূজা- ছবি অঞ্জনা রাই

## অধ্যাপককে মারধরের অভিযোগ দিনহাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

**দিনহাটা:** দিনহাটা কলেজের ভিতরে প্রাক্তন ছাত্র তথা হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের অধ্যাপক সঞ্জীব কর্মকারকে মারধরের অভিযোগ উঠল একদল যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় কলেজ চত্বরে।

জানা গিয়েছে, ছাত্রজীবনে দিনহাটা কলেজের এসএফআই ইউনিটের সভাপতি ছিলেন সঞ্জীব কর্মকার। সম্প্রতি দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করতে কলেজে এসেছিলেন তিনি। সেই সময় কয়েকজন যুবক তাঁর হাত থেকে মোবাইল ফোন

ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। বাধা দেওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে কোনওরকমে কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেন সঞ্জীব কর্মকার। পরে অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে দিনহাটা থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ কলেজে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা কলেজ চত্বর থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর আহত সঞ্জীব কর্মকারকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন তিনি।



## এনআইআরএফ তালিকায় কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** দেশের সেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সম্প্রতি এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সর্বভারতীয় স্তরের ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‌্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক’-এ পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলির স্থান নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর। এই লক্ষ্যে রাজ্যের মোট একশোটি কলেজকে বেছে নিয়ে তাদের সার্বিক পরিকাঠামো এবং পঠনপাঠনের মানোন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়ায় মোট ৪৬টি কলেজকে ‘প্রথম অগ্রাধিকার’ বা ফাস্ট প্রায়োরিটি তালিকায় রাখা হয়েছে, যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ, যা কোচবিহারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাকি ৫৪টি কলেজকে স্থান দেওয়া হয়েছে ‘দ্বিতীয় অগ্রাধিকার’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে।

প্রথম অগ্রাধিকারের তালিকায় স্থান পাওয়া উত্তরবঙ্গের চার বিশিষ্ট কলেজ হলো কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ, দার্জিলিংয়ের সাউথফিল্ড কলেজ এবং মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয়। ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এনআইআরএফ তালিকা



ব্যবস্থা চালু করেছিল। ২০২৫ সালের মূল্যায়নে দেশের প্রথম ১০০টি শীর্ষ কলেজের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র পাঁচটি কলেজ স্থান করে নিতে পেরেছিল। সেই তালিকায় ছিল রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ (৪৮তম স্থান), কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (অষ্টম স্থান), নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ (২৪তম স্থান), মেদিনীপুর কলেজ (৪২তম স্থান) এবং লেডি ব্র্যারোন্স কলেজ (৪৭তম স্থান)।

জাতীয় স্তরে রাজ্যের এই প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়ানোর লক্ষ্যেই এবার সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। গৌড় মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক তথা এনআইআরএফ সমন্বয়কারী ধৃতিমান চক্রবর্তী জানান, এনআইআরএফ র‌্যাঙ্কিং যত ভালো হবে, উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে সহায়তা ও কেন্দ্রীয় আর্থিক অনুদান পাওয়ার

সুযোগ তত বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতির প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের বরাদ্দ পেতে এই মানদণ্ড অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাজ্যে বিদ্যমান ৪৩৪টি সাধারণ কলেজের মধ্যে ৩৮০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ‘ন্যাক’ স্বীকৃত। এনআইআরএফ মূল্যায়নে আবেদনের জন্য ন্যাকের বৈধ শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়গুলির ন্যাক গ্রেড এবং তার পাঁচ বছরের বৈধতার মেয়াদ খতিয়ে দেখেই এই ১০০টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শীঘ্রই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ বিশেষজ্ঞ দল কলেজগুলি পরিদর্শনে যাবে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করবে। তারা প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল পরিকাঠামো, শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, পঠনপাঠনের ফলাফল এবং বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন।

পরিদর্শন পর্ব শেষে উচ্চশিক্ষা দপ্তর চালু করবে ‘এনআইআরএফ মিশন মোড ইনিশিয়েটিভ’। এর অধীনে রামকৃষ্ণ মিশন ও সেন্ট জেভিয়ার্সের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের মেন্টর হিসেবে কাজে লাগানো হবে, যাতে নির্বাচিত কলেজগুলি প্রয়োজনীয় মানদণ্ড ক্রমে অর্জন করতে পারে।

## এসআইয়ের বুলন্ত দেহ উদ্ধার



নিজস্ব প্রতিবেদন

**হাবড়া:** পুলিশ ব্যারাক থেকে এক সাব-ইনস্পেক্টরের (এসআই) বুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হাবড়ায়। মৃতের নাম বিশ্বনাথ সেন। তিনি হাবড়া থানায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার রাতেও ডিউটি করেছিলেন বিশ্বনাথ। সোমবার থানার ব্যারাকে তাঁর জন্য বরাদ্দ ঘরের দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকায় সহকর্মীদের সন্দেহ হয়। ডাকাডাকির পরও সাড়া না মেলায় দরজা খুলে তাকে বুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যা করেছেন ওই এসআই। তবে কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## উত্তরবঙ্গে প্রথম সোনার সাজে মা দুর্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** উত্তরবঙ্গে প্রথমবার ১০০ কেজি সোনার সাজে সেজে উঠতে চলেছেন মা দুর্গা। তবে এই সাজ শুধু দেবীর জন্য নয়। একই ১০০ কেজি সোনার অলংকারে সাজানো হবে দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী—পাঁচ দেবদেবীকে। ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে ৬৪তম বর্ষের পূজোর বিশেষ আয়োজনের কথা জানান সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপূজো কমিটির উদ্যোক্তারা।

সেনকো গোস্ত অ্যান্ড ডায়মন্ডসের সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে এই বিশেষ সোনার সাজ। পাশাপাশি বালুরঘাটের শিল্পীর হাতে তৈরি হচ্ছে পূজোর মণ্ডপ। চন্দননগরের শিল্পীদের বিশেষ আলোকসজ্জাও থাকছে এবারের পূজোয়।

এ বছর স্থান পরিবর্তন করেছে সেন্ট্রাল কলোনির পূজো। পুরনো পূজোমণ্ডপের জায়গায় রেলের ক্রিকেট মাঠ তৈরির কাজ চলায় প্রায় ২০০ মিটার দূরে নিউ জলপাইগুড়ি থানার ও রেলের অফিসের পাশের



মাঠে পূজোর আয়োজন করা হয়েছে। ১০০ কেজি সোনার সাজ দেখতে বিপুল ভিড়ের সম্ভাবনা থাকায় নিরাপত্তাতেও বিশেষ জোর দিচ্ছে উদ্যোক্তারা। মণ্ডপের সামনে ও পিছনে ব্যারিকেড, সিসিটিভি নজরদারি এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। নির্দিষ্ট লাইন দিয়েই দর্শনাধীদের প্রতিমা দর্শন করতে হবে।

পূজো উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়ক-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যা ৬টায় পূজোর উদ্বোধন হবে। তবে উদ্বোধকের নাম পূজোর এক সন্তান আগে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

## অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার পিএ সুমিত রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড়সড় তোলপাড় ফেলে শালবনি জমি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহায়ক সুমিত রায়কে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের রায়ের পরেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও তদন্তকারী আধিকারিকরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছান এবং সেখান থেকেই সুমিত



রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। আগামী দিনে তাঁকে মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## কথাশিল্পীর নামে হোক স্টেশন



বিশেষ প্রতিবেদন

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত দেউলটি রেলস্টেশনের নাম তাঁর নামে করার দাবি উঠল। এই দাবিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রীর দপ্তরে প্রস্তাব দিয়েছে অখিলভারত হিন্দুমহাসভার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছেও ডেপুটি স্টেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি দেউলটি স্টেশনের নাম 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রেলওয়ে স্টেশন' করার দাবি জানিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, দেউলটির সঙ্গে সাহিত্যিকের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও দেউলটির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও তুলে ধরা এবং পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যেই এই নাম পরিবর্তনের দাবি বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। তবে স্টেশনের নাম বদলের বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

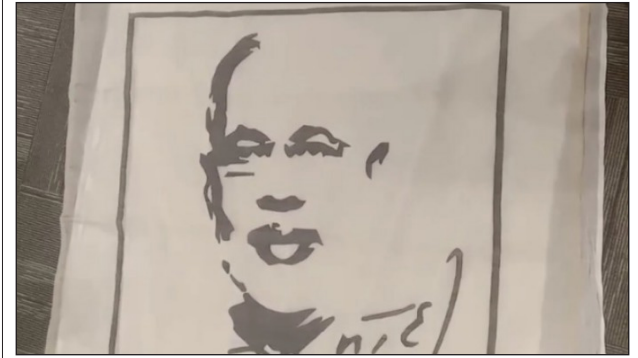
## তাঁতের বুনে মোদির মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**ফুলিয়া:** ক্যানভাস নয়, রং-তুলিও নয়। সিল্কের জামদানির সূক্ষ্ম বুনেই ফুটে উঠল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখ। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি নদিয়ার ফুলিয়ায় তৈরি হয়েছে এই অভিনব জামদানি ওয়াল হাল্দিং। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত তাঁতশিল্পী বীরেন কুমার বসাকের পরিকল্পনায় তাঁর দলের তাঁতশিল্পী বিবেক বিশ্বাস তৈরি করেছেন এই লাইন-আর্ট প্রতিকৃতি। কোরা সিল্কের উপর কটন সূতো দিয়ে জামদানি বুনাপদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে পুরো ছবিটি। শিল্পকর্মটি সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছে প্রায় ১০ দিন।

বীরেন বসাকের ছেলে অভিনব বসাক জানান, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলার তাঁতশিল্পীদের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবেই এই শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়েছে। এটি বিক্রির জন্য নয়। কুরিয়ারের মাধ্যমে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যাবে এটি।

বীরেন কুমার বসাকের তৈরি জামদানি এর আগেও প্রধানমন্ত্রীর হাতে পৌঁছেছে। ২০২১ সালে পদ্ম পুরস্কারপ্রাপকদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বীরেনবাবুর কাছ থেকে জামদানি উপহার পেয়েছিলেন মোদি। এবারও ফুলিয়ার তাঁতঘর থেকে বিশেষ এই শিল্পকর্মের গন্তব্য দিল্লি।



## কলসেন্টারের আড়ালে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** কলসেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগে মূল পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সৈকত সিনহা রায়। কলকাতার সোদপুরের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে পুলিশের বিশেষ দল। ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

সম্প্রতি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে ওয়েবেল আইটি পার্কের বিভিন্ন পর্বে চলা একটি ভুয়ো



কলসেন্টারের সন্ধান মেলে। সেখান থেকে দুই দফায় মোট ন'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় দুটি অফিসও। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে সৈকতের নাম। তদন্তকারীদের দাবি, নিজেকে

সংস্থার ডিরেক্টর পরিচয় দেওয়া সেকতই কলকাতায় বসে গোটা চক্র নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিদেশি নাগরিকদের টার্গেট করে কলসেন্টারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হত বলে অভিযোগ। কর্মীদের প্রয়োজনীয় 'স্পিচ' ও নির্দেশও দিতেন তিনি।

পুলিশের দাবি, নজর এড়াতে নিয়মিত কলসেন্টারের অফিস এবং নিজের বাসস্থান বদলাতেন সৈকত। গ্রেপ্তার হওয়া কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই তাঁর সোদপুরের ঠিকানা পাওয়া যায়। এরপর সেখানে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

## দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলন, ভূরাজনৈতিক বিভেদ ও মার্কিন ছায়ার মধ্যেও ভারতের কূটনৈতিক জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

**নয়াদিল্লি:** দিল্লিতে সদ্য সমাপ্ত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণের চিত্র উঠে এসেছে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে এই বৈঠকে অংশ নেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা এবং আবুধাবির যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। সম্মেলনে অংশ নেওয়া দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দূরত্ব রয়েছে। ভারত ও চীনের সীমান্ত বিরোধ এবং ইরান ও

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার আঞ্চলিক উত্তেজনার পরও বিশ্বনেতাদের একমুখে আনা ভারতের বড় কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে পশ্চিমা প্রভাব



মোকাবেলায় ব্রিকসকে ব্যবহার করার বিষয়ে চীন, রাশিয়া ও ইরানের আগ্রহ

থাকলেও, ভারত একে পশ্চিমা-বিরোধী কোনো জোট হিসেবে দেখতে নারাজ।

বিভিন্ন মতপার্থক্য সত্ত্বেও সম্মেলনে 'নয়াদিল্লি ঘোষণা' গৃহীত

এড়াতে এবং অভ্যন্তরীণ বিভেদ এড়াতে ঘোষণাপত্রটিতে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন—মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে 'সর্বোচ্চ সংঘম' ও বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলার নিন্দা জানানো হলেও কোনো নির্দিষ্ট পক্ষকে দোষারোপ করা হয়নি, বিগত ঘোষণাগুলোর বিপরীতে এতে ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কিত কোনো উল্লেখ ছিল না এবং যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করেই একতরফা নিষেধাজ্ঞা ও নির্বিচারে শুল্ক বৃদ্ধির সমালোচনা করা হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, নির্দিষ্ট কোনো দেশের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে কৌশলী অবস্থান নেওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের কূটনৈতিক মুনশিয়ানাই এই সম্মেলনে প্রতিফলিত হয়েছে।

## মহানন্দার স্রোতে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** মহানন্দার তীর স্রোতে তলিয়ে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল দুই দশম শ্রেণির ছাত্রের দেহ। ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে দেহ দু'টি উদ্ধার হয়। মৃত প্রজ্ঞাজ্যোতি দাস ও মহম্মদ সাফায়েল হোসেন নওসাদ একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে ছিল। মর্মান্তিক এই দৃশ্য দেখে আবেগাপ্ত হয়ে পড়েন উদ্ধারকারীরাও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার তিন বন্ধু কেনাকাটা করতে বেরিয়ে ফুলবাড়ি ব্যারেজে যায়। বর্ষার জেরে নদীতে তীর স্রোত থাকলেও

তারার জলে নামে। স্থানীয়দের তৎপরতায় এক জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও প্রজ্ঞাজ্যোতি ও সাফায়েল স্রোতে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফের যৌথ দল উদ্ধারকাজ শুরু করে। দীর্ঘ তল্লাশির পর মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার হয় দু'জনের দেহ। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।



# প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের জেরে বোনকে খুন দাদার

নিজস্ব প্রতিবেদন



পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি যমুনা

দাসের একটি প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক তৈরি হয়, যা নিয়ে পরিবারে অশান্তি চলত। দাদা বিপ্লব দাস এই প্রেমের কঠোরভাবে বাধা দেন এবং বোনকে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু যমুনা তাতে রাজি হননি।

গত শুক্রবার রাতে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে যমুনা ও তাঁর দাদা বিপ্লব একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। পথেই এই নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে তীব্র কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া শুরু হয়। অভিযোগ, কথা না শোনায় ক্ষিপ্ত হয়ে দাদা বিপ্লব লোহার রড দিয়ে বোনের মাথায়

সজোরে আঘাত করেন। এর ফলে গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই তরুণীর মৃত্যু হয়। এরপর দেহটি নির্জন স্থানে ফেলে রেখে পালিয়ে যান অভিযুক্ত।

স্থানীয়রা শুক্রবার রাতে সন্তোষপুর এলাকায় দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ মৃত্যুর পরিচয় উদ্ধারের পর পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। চাঞ্চল্যকর এই তথ্য সামনে আসে। রবিবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

## বাড়ি ফিরতেই বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**সিতাই:** পুলিশি নিরাপত্তায় ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার ভোরে সিতাইয়ের বাড়িতে ফিরলেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। সঙ্গে ছিলেন সিতাইয়ের বিধায়ক সঙ্গীতা রায়। সাংসদ বাড়ি ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন তৃণমূলের ব্লক কার্যালয়ে আগুন লাগে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে সাংসদের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়দের একাংশ। তাঁদের মধ্যে বিজেপি কর্মীও ছিলেন। সাংসদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দলবদলের অভিযোগ তুলে স্লোগান দেওয়া হয়।

জগদীশচন্দ্র জানান, তিনি আর তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত নন, এনসিপিআইয়ের সঙ্গে রয়েছেন এবং এনডিএ-কে সমর্থন করেন। তাঁর দাবি, বিক্ষোভকারীদের বিষয়ে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, “আমি এখন থেকে নিজের বাসভবনেই থাকব। দেখি ওরা কী করে।”

## কাকাকে খুন ভাইপোর

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** জমি বিবাদের জেরে কাকার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে খুনের অভিযোগ উঠল ভাইপোর বিরুদ্ধে। গত ৯ সেপ্টেম্বর ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি ঘাট এলাকায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ সেপ্টেম্বর কাকার মৃত্যু হয়। মৃতের নাম ভরত রায় এবং অভিযুক্ত ভাইপোর নাম পরিতোষ রায়।

সূত্রের খবর, দুই জমির মাঝখানের একটি যাতায়াতের রাস্তা দিয়ে কাকা ভরত রায়ের সঙ্গে তুতো দাদা তথা অভিযুক্ত পরিতোষ রায়ের ঝগড়া বাধে। মৃতের পুত্র কমল রায়ের অভিযোগ, গত ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলবেলা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ভরতবাবুর ওপর চড়াও হয় পরিতোষ এবং হাতুড়ি দিয়ে তাঁর মাথায় মারাত্মক আঘাত করে। এই ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় লিখিত খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত পরিতোষকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

## কুশপুতুল দাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** কোচবিহারের সিতাইয়ে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও তাঁর স্ত্রী বিধায়ক সঙ্গীতা রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অব্যাহত। ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ মিছিল করে সাংসদের বাসভবনের সামনে পৌঁছান এবং জুতো পরিয়ে ও বাঁটা মেয়ে তাঁদের কুশপুতলিকা দাহ করেন। সাংসদের বাড়ি ফেরার পর থেকে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

## বিশ্বজিৎই ফের জেলা কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** ফের কোচবিহার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিশ্বজিৎ সরকার। সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে দলের অন্তরে উত্তেজনা ও বিরোধের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

নতুন করে জেলা সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর কোচবিহারে ফিরতেই কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে হুটখোলা গাড়িতে করে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে পৌঁছান বিশ্বজিৎ সরকার। সেখানে কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি।

দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ খারিজ করে বিশ্বজিৎ সরকার দাবি করেন, কংগ্রেসে কোনও গোষ্ঠীকোন্দল ছিল না। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল থেকে আসা কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন এমন কয়েকজন দলকে ‘হাইজ্যাক’ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের কারণেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

জানা গিয়েছে, ১১টি প্যারামিটারের ভিত্তিতে জেলা সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে ফের জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেলেন



বিশ্বজিৎ সরকার।

এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপিকেও নিশানা করেন তিনি। ব্যবসায়ী সমিতি জোর করে দখলের চেষ্টা মানুষ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। এনসিপিআই-এর সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকেও নিশানা করেন বিশ্বজিৎ। তাঁকে জেলে ভরার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর দাবি, তৃণমূলের শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ যেমন রায় দিয়েছে, বিজেপির বর্তমান কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও আগামী দিনে মানুষ রায় দেবে।

বিশ্বজিৎ সরকারের এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি বিরাজ বোস। তাঁর কটাক্ষ, “কংগ্রেসের অবস্থা কী, সেটা গোটা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

এবং ভারতবাসী জানেন। সলতের মতো জ্বলছে কংগ্রেস।”

কোচবিহার পৌরসভা নিয়েও কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগের চেষ্টা জবাব দেন বিরাজ বোস। তাঁর দাবি, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের সময় বিভিন্ন কারণে কাজ ব্যাহত হওয়ায় পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল। বর্তমানে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশাসক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এবং পৌরসভা ভালোভাবেই কাজ করছে। সাধারণ মানুষ পরিষেবাও পাচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি।

বিশ্বজিৎ সরকারের পুনর্নির্বাচনের পরেই দুই দলের নেতাদের পাল্টাপাল্টি মন্তব্যে কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে গুরু হয়েছে কংগ্রেস-বিজেপির রাজনৈতিক তরঙ্গ।

## পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘিরে এসএফআইয়ের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** একাধিক কর্মসূচিতে হামলার অভিযোগ তুলে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই)। সংগঠনের অভিযোগ, গত ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার পুন্ডিবাড়িতে তাদের একটি কর্মসূচি চলাকালীন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) পক্ষ থেকে হামলা চালানো হয়। পাশাপাশি, মাথাভাঙ্গাতেও তাদের কর্মসূচিতে বিজেপির পক্ষ থেকে হামলা করা

হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং হামলার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সোমবার কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে শামিল হন এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, গণতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচি পালনের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে হামলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।



## পথপ্রাণীর সেবায় সনাতন যুব পরিবার



নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** মানবিকতার নজির গড়ে সম্প্রতি কোচবিহার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গৌমাতা ও পথকুকুরদের খাওয়ানোর উদ্যোগ নিল সনাতন যুব পরিবার। সংগঠনের সদস্যরা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে

অসহায় প্রাণীদের খাবার পরিবেশন করেন।

পথের প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তাঁদের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

## ডিম-ভাতের জন্য মা-সংবাবাকে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** নষ্ট হয়ে যাওয়া ডিম-ভাত খেতে দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদ। আর সেই রাগে কাঠের বাটাম, হাতুড়ি এবং কুড়ল দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে নিজের মা ও সংবাবাকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল সন্তানের বিরুদ্ধে। কোচবিহারের দিনহাটায় এই ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত পুত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুরে দিনহাটায় নিজ বাড়ি থেকেই সুকুমার বর্মণ ও চম্পা রায় নামের এক দম্পতির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত চম্পা রায়ের এটি দ্বিতীয় বিবাহ ছিল। ১৬ বছর আগে প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর তিনি সুকুমারবাবুর সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের সংসারে চম্পাদেবীর প্রথম পক্ষের চার সন্তানের মধ্যে তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও একমাত্র পুত্র মহাদেব মায়ের



সঙ্গেই থাকত। প্রতিবেশীদের দাবি, সংবাবা সুকুমারের সঙ্গে মহাদেবের সম্পর্ক বরাবরই ভালো ছিল না। পরিবারে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতেই এই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছিল। শনিবার ধৃত মহাদেবকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে খুনের পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। আর সেই সময়ই একে একে উদ্ধার করা হয় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হাতুড়ি, কুড়ল ও কাঠের বাটাম। জেরায় নিজের অপরাধ

স্বীকার করে ধৃত যুবক সাফ জানায়, তাঁকে নষ্ট হয়ে যাওয়া ডিমের কারি ও ভাত খেতে দেওয়া হয়েছিল। এই খাবার দেওয়াতে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। সেই সময় বামেলা থামাতে এগিয়ে আসেন সংবাবা সুকুমারবাবু। মা ও সংবাবার ওপর মাথা গরম করে সে কাঠের বাটাম, হাতুড়ি ও কুড়ল দিয়ে চড়াও হয় এবং বেধড়ক মারধর করে পুলিশে যায়।

ঘটনার তদন্ত চলছে।

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত 

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর- ০১ অক্টোবর, ২০২৬

## অম্পাদকের কলমে...

# স্বস্তির বার্তা যাত্রীদের

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা সমাগত। আর এই উৎসবের ছুটির দিনগুলি মানেই ভ্রমণপিপাসু বাঙালির কাছে ঘরে ফেরার টান কিংবা দূরদূরান্তে ভ্রমণের হাতছানি। প্রতি বছরই পূজোর প্রাক্কালে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্রেনগুলিতে টিকিটের আকাল নিতানৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আসন সংরক্ষণের দীর্ঘ প্রতীক্ষা তালিকা সাধারণ মানুষের ভ্রমণ পরিকল্পনাকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে যাত্রীদের বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেলের হাওড়া-লামডিং এবং কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি পূজো স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত টানা এই বিশেষ পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে হাওড়া থেকে লামডিং এবং কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটে সাপ্তাহিক একাধিক ট্রিপের ব্যবস্থা উৎসবের ভিড় সামলাতে কার্যকর ভূমিকা নেবে। তাছাড়া ট্রেনগুলি ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর ও মালদার মতো গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী স্টেশনগুলিতে থামার কারণে জেলা ও মফস্বলের যাত্রীরাও বড় পরিসরে উপকৃত হবেন। জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ও এসি কোচের ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন সব স্তরের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের যাত্রীদের কথা মনে রেখেই সাজানো হয়েছে।

তবে কেবল বিশেষ ট্রেন ঘোষণাই শেষ কথা নয়; উৎসবের মরসুমে সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা এবং ট্রেনের কামরাগুলির পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাও রেল প্রশাসনের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, অতিরিক্ত ট্রেনের চাপে স্পেশাল ট্রেনগুলি দীর্ঘ বিলম্বের শিকার হয়, যা পর্যটকদের ভ্রমণসূচিকে ব্যাহত করে। টিকিট কালোবাজারি রুখতে অনলাইন ও অফলাইন টিকিট কাউন্টারগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো জরুরি। পূর্ব রেলের এই উদ্যোগ যদি দক্ষ পরিচালন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, তবে বহু মানুষের পাহাড় ও সমতলের ভ্রমণ যেমন আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে, তেমনই বাড়ির পুজোয় ফিরতে চাওয়া ঘরে-ফেরা মানুষের যাত্রাপথও নিশ্চিত ও নিরুপদ্রব হবে। উৎসবের দিনে সুষ্ঠু রেল পরিষেবাই হোক সাধারণ মানুষের প্রকৃত পাথেয়।

**এক নতুন যুগে শাশ্বত কারিগর**  
আজ কারখানা, কর্পোরেট টেক পার্ক, ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পীর কর্মশালা এবং ডিজিটাল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হাব জুড়ে—মেশিন এবং মনিটরগুলো অত্যন্ত যত্নে পরিষ্কার করা হয়েছে, গাঁদা ফুলের মালায় সাজানো হয়েছে এবং পবিত্র সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়েছে।  
পুজোর দিন সকাল থেকে চারপাশের বাতাসে ভক্তির আবহ ও সার্ভার রুমাকের মৃদু গুঞ্জনের এক অপূর্ব মিশ্রণ অনুভূত হচ্ছে। বিশ্বকর্মা পূজো— এমন একটি উৎসব যা ঐতিহ্যগতভাবে দিবা স্থপতি, নিপুণ কারিগর এবং সমস্ত স্রষ্টা, প্রকৌশলী ও মেকানিকদের আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করার দিন।

শত শত বছর ধরে হিন্দুধর্মে ভগবান বিশ্বকর্মা'কে 'বিশ্বস্রষ্টা' বা আদি স্থপতি হিসেবে পূজো করা হয়ে আসছে। তিনিই সেই ঐশ্বরিক প্রকৌশলী যিনি দেবতাদের পবিত্র নগরী ও প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করেছিলেন, ইন্ডের বজ্র এবং শিবের ত্রিশূল তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আজ আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করছি যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ক্লাউড কম্পিউটিং, কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত। এর ফলে একজন "স্রষ্টা" বা "কারিগর"-এর সংজ্ঞা ও পরিধি আজ মৌলিকভাবে বদলে গেছে। প্রথাগত তাঁতি কিংবা কারখানার লেদ মেশিন চালকদের পাশাপাশি আজ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররাও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জটিল মেশিন লার্ণিং অ্যালগরিদম তৈরি করার সময় সেই আদি স্থপতির আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

**প্রাচীনত্ব ও আধুনিকতার সেতুবন্ধন:**  
**স্বর্ণের নগরী থেকে ডিজিটাল কোড**  
 হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশীলতা ছিল মহাজাগতিক পরিসর ও নিখুঁত নির্ভুলতার প্রতীক। তিনি নির্মাণ করেছিলেন স্বর্গ, লঙ্কার সোনার শহর, দ্বারকা এবং দেবতাদের প্রাসাদসমূহ। প্রাচীনকালের স্থাপত্য প্রকৌশল এবং কল্পনাবৃত্তির চরম নিদর্শন হলো এই কীর্তিবস্তুর কীর্তিগুলো।

আজকের দিনে আমাদের আধুনিক শহর, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং স্বয়ংক্রিয় উপপাদন লাইনগুলো হলো সেই প্রাচীন বিশ্বায়ণগুলোরই সমসাময়িক রূপ। যখন কোনো সফটওয়্যার স্থপতি এমন এক ক্লাউড পরিকাঠামো ডিজাইন করেন যা প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ লেনদেন সামলাতে সক্ষম, কিংবা যখন কোনো রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রো-সার্জারির জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় রোবট হাত প্রোগ্রাম করেন—তখন তাঁরা ঠিক সেই একই পবিত্র সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাকেন যা বিশ্বকর্মা মৃত করে তুলেছেন।

শারীরিক বা প্রথাগত সরঞ্জাম থেকে ডিজিটাল সরঞ্জামে উত্তরণ বিশ্বকর্মা পূজোর মূল তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ণ করে না, বরং এর পরিধিকে আরও প্রসারিত করে। ল্যাপটপ, ওয়ার্কস্টেশন, সার্ভার এবং



কোডবেস—যা আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রাকে সচল রেখেছে, সেগুলোই হলো আজকের যুগের আধুনিক কাঁশিমস্তুর ছুতার বা কামারের হাতড়ি।

আধুনিক প্রযুক্তির যুগে আজকের  
বিশ্বকর্মা প্রজ্ঞা

একটি উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় মাঝে বিশ্বকর্মা পুজো উদযাপন করত। মানেই রীতি এবং আধুনিকতার এবং দারুণ মিলন ঘটিয়ে ফেলা। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কীভাবে দিনটি পালন করে তা লক্ষ্য করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

**সিলিকন ভ্যালি ও ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রসমূহ:** বেঙ্গালুর, হায়দ্রাপুর, পুনে কিংবা কলকাতা। মতো প্রযুক্তি নগরীগুলোতে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং আইটি কর্পোরেশনগুলো সার্ভার রুম বা ওয়্যাকস্টেশনের কাছাকাছি ছোট ছোট অর্থ নিবেদনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে। ডেভেলপাররা শুধু অফিসে প্রিন্টারেই নয়, বরং তাঁদের ডেভেলপমেন্ট রিগ এবং সার্ভার কনসোলেও ঐতিহ্যবাহী হলুদ সিঁদুরের তিলক একে বাগ-মুগ্ড কোড, সিস্টেমের স্থিতিশীলতা এবং নতুন উদ্ভাবনের প্রার্থনা করেন।

**স্মার্ট ম্যানুয়ালচারিং** ৭  
**অটোমেশন:** আইওটি সেন্সর এবং  
রোবটিক আর্ম দিয়ে সজ্জিত আধুনিক  
কারখানাগুলোতে এই উদ্যোগের  
সুরক্ষা প্রটোকলের সাথে ভক্তিবাবরে  
এক করে দেয়। উদ্ভিদ ব্যবস্থাপনা  
এবং প্রযুক্তিবিদরা কর্মদক্ষতার সাথে  
কাজ চালালে, দুর্ঘটনা-মুক্ত রেকর্ড  
বজায় রাখা এবং মানব শ্রমিক ও  
স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মধ্যে নিখুঁত

সমস্বয়ের জন্য প্রার্থনা করেন।

**ডিজিটাল ক্রিয়েটর ইকোনমি:**  
গ্রাফিক ডিজাইনার, ভিডিও এডিটর এবং আ্যানিমেটর—একবিংশ শতাব্দীর এই ডিজিটাল কারিগররা তাঁদের এডিটিং স্যুট, হাই-পারফরম্যান্স জপিইউ এবং ড্রয়িং ট্যাবলেটেই তাঁদের সৃজনশীল যন্ত্র হিসেবে মনে করেন। তাঁদের কাছে বিশ্বকর্মা পুজো হলো এমন এক মুহূর্ত, যা তাঁদের কল্পনাকে ডিজিটাল বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্যকারী সরঞ্জামগুলোয় প্রতি কতজ্ঞতা প্রকাশের উপলক্ষ্য।

**উন্নত প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা**  
জেনারেলিটিজ আই থেকে শুরু করে নবায়নযোগ্য শক্তি গ্রিড-প্রযুক্তির এই সমস্ত বিষয়কে আমরা যখন উদযাপন করছি, তখন আমাদের জটিল সিস্টেমগুলোর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা নতুন কিছু বুকিরও জন্ম দিচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তার হুমকি, অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত, সিস্টেমের আকস্মিক অচল অবস্থা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক নৈতিক দ্বন্দ্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সৃষ্টিশীলতার সাথে বিরাট দায়িত্বও জড়িত।

প্রাচীনকালে কোনো কারিগরের একটি ক্রটিপূর্ণ সৃষ্টি হয়তো কোনো একটি কাঠামোর ক্ষতি করত; কিন্তু বর্তমান যুগে একটি ক্রটিপূর্ণ অ্যালগরিদম দ্যে দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিপদে ফেলতে পারে। অতএব, বিশ্বকর্মা পুজোর সমসাময়িক ব্যাখ্যা কেবল প্রথাগত যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; এটি আমাদের নৈতিক প্রকৌশল বা দায়িত্বশীল

প্রযুক্তির বিষয়ে আরও গভীরভাবে  
ভাবতে শেখায়।

উন্নত প্রযুক্তির যুগে আদি স্থপতির সত্যিকারের আরাধনা মানে এমন সব সিস্টেম তৈরি করা যা টেকসই, নিরাপদ এবং মানবতার কল্যাণে নির্বেদিত। এর অর্থ হলো আমাদের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যেন সামাজিক বৈষম্য বাড়ানোর পরিবর্তে তা দূর করতে সাহায্য করে। আধুনিক প্রকৌশলী, ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং প্রযুক্তিবিদরা প্রাচীন নির্মাতাদেরই উত্তরসূরি: তাঁদের কাজ সেই বাস্তবতাকে রূপ দেয় যেখানে সমাজ বসবাস করে, নিঃশ্বাস নেয় এবং বিকশিত হয়।

ক্রমাগত উদ্ভাবনের চেতনাকে  
সম্মান জানানো

কন্যাসংক্রান্তির গোখুলিলঙ্গে যখন  
ধূপকাঠির সুগন্ধ দেশজুড়ে ডেটা  
সেন্টারগুলোর কুলিং ফ্যানের  
গুঞ্জনর সাথে মিশে যায়, তখন  
বিশ্বকর্মা পূজো আমাদের মনে  
করিয়ে দেয় যে কর্মই হলো প্রকৃত  
আরাধনা (কর্মযোগ)।

শারীরিক কোনো ইঞ্জিন তৈরি করা হোক কিংবা উন্নত কোনো নিউরাল নেটওয়ার্ক প্রস্তুত কর হোক—নির্মাণ করার, তাকে আরও উন্নত করার এবং সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার মানবীয় প্রবৃত্তি আজও একই রকম অটুট রয়েছে। আজকের দিনে ভগবান বিশ্বকর্মা'কে স্মরণ করে আমরা এই সত্যটিই স্বীকার করি যে, প্রতিটি কোডের লাইন, প্রতিটি স্থাপত্যের নকশা এবং প্রতিটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি হলো মানব বুদ্ধিমত্তার সেই অবিরাম ও পবিত্র উত্তীহেরই একটি অংশ।

## টিম পূর্বোত্তর

ସମ୍ପାଦକ: ଅନୁପମ ପଣ୍ଡିତ

কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক: কঞ্চনা বালো মজুমদার,

দর্গাশ্রী মিশ্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য, রাহুল রাউত

ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ডজন সপ্তম, ১৯৯৯

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক

বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠন রায়

## অতন্দ্র প্রহরীর চেনা অচেনা কিছু কথা -২

# লঙ্কায় গেলেই কি রাবণ হতে হয়?

অরুণ কুমার



লঙ্কায় গেলেই কি রাবণ হতে হয়? প্রশ্নটা আজ শুধু রাজনৈতিক নয়, গণতান্ত্রিকও—জনপ্রতিনিধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সৌজন্যবোধ এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধেরও অবসর হয়ে যায়? রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকবে, তীব্র বিতর্ক থাকবে, সরকারের সমালোচনা হবে, বিরোধীরা প্রশ্ন তুলবে—এটাই গণতন্ত্র। কিন্তু প্রশ্নের জবাবে ধর্মক, বিরোধিতার জবাবে হুকুমার এবং নাগরিক অসন্তোষের জবাবে দলীয় দাপট—এগুলো গণতন্ত্রের ভাষা নয়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বারবার এই সত্য প্রমাণ করেছে। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭-এর নির্বাচনে জনগণের রায়, কংগ্রেস আমলের শেষপর্বের নানা বিতর্ক এবং ২০১৪-র রাজনৈতিক পালাবদল—সবই দেখিয়েছে, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। জনগণ কখনও কখনও দীর্ঘদিন সহ্য করে, কিন্তু ভোটের সময় হিসাব চুকিয়ে দেয়। বাংলাতেও একই ইতিহাস। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শুরুর জনমুখী ভাবমূর্তি থেকে ক্রমে ক্ষমতার অহংকার, রাজনৈতিক আধিপত্য, বন্ধ সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন বিতর্কিত ঘটনার ভাঙে জনবিশ্বাস হয়ে পড়েছিল। ২০১১-তে জনগণ তাদের সরিয়ে দিল।

তারপর তৃণমূল কংগ্রেস। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ তাদের ক্ষমতায় এনেছিল। ২০১৬-তেও আস্থা রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিয়োগ দুর্নীতি, তোলাবাজি, দলীয় দাপট, প্রশাসনিক বিতর্ক এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির নানা অভিযোগে সেই আস্থার বড় অংশ ক্ষয়ে গেল। ২০২৬-এর রাজনৈতিক পরিবর্তন তাই আবারও মনে করিয়ে দিল—জনগণ কোনও দলের স্থায়ী

সম্পত্তি নয়।

এবার বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার। ‘ডবল ইঞ্জিন’-এর প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্ষমতায় এসে এখন ‘ট্রিপল ইঞ্জিন’-এর রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জনগণের প্রশ্ন একটাই—ইঞ্জিন যতই বাড়ুক, গাড়ি কোন দিকে যাচ্ছে?

হুকুমার দিয়ে প্রশাসন চলে না। ধর্মীয় আবেগ, সাংস্কৃতিক শব্দের যুদ্ধ, বইমেলায় দলীয় দাপটের অভিযোগ, বাজারে কোন সাইকেল কেনা হচ্ছে সেই নিয়ে অতি-উৎসাহ—এসব দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি হয় না। রাস্তা ঠিক হয় না। বাজারদর কমে না। বাংলার ছেলেমেয়েদের অন্য রাজ্যে কাজের জন্য চলে যাওয়া বন্ধ হয় না। উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্যের বাইরে যাওয়ার প্রবণতাও থামে না। আর একজন অধ্যাপক বা পণ্ডিত ব্যক্তিকে টেলিভিশনের পর্দায় বসিয়ে গবেষণা নিয়ে প্রশ্ন করার আগে অন্তত নিজের জ্ঞানভাণ্ডারটাও একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। পদ বড় হলেই জ্ঞান বড় হয় না; জ্ঞান বড় হলে আচরণে তার ছাপ পড়ে। কার্ল মার্কসকে নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক হতে পারে, তাঁর দর্শনের সমালোচনাও হতে পারে। কিন্তু তাঁকে দলীয় কর্মী হিসেবে চিত্রিত করা কিংবা তাঁর

পরিচয় সম্পর্কে মৌলিক ভুল করা নিছক রাজনৈতিক মতভেদ নয়—এটি রাজনৈতিক শিক্ষার সংকটকেই প্রকাশ করে।

প্রবাদ আছে—“যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।” কিন্তু প্রশ্নটা আরও গুরুত্বপূর্ণ—যে লঙ্কায় যায়, সে রাবণ হয় কেন?

রাবণকে শুধু খলনায়ক হিসেবে দেখলে ইতিহাসের অর্ধেকটাই দেখা হয়। তিনি জ্ঞানী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, উপাসক ছিলেন, প্রশাসকও ছিলেন। কিন্তু জ্ঞান, ক্ষমতা ও প্রতিভা শেষ পর্যন্ত অহংকার ও অন্যায় সিদ্ধান্তের কাছে পরাজিত হয়েছিল। আজকের রাজনীতির জন্য এখানেই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

ক্ষমতা মানুষকে শিক্ষিত করে না; শিক্ষা মানুষকে ক্ষমতার ব্যবহার শেখায়।

তাই বর্তমান সরকারকে বলতেই হয়—আপনারা জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসেছেন, জনগণের মালিক হয়ে নয়। একজন পণ্ডিত মানুষকে অর্থমন্ত্রী করেছেন, একজন দক্ষ প্রশাসককে চিফ অ্যাডভাইজার করেছেন—তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সততাকে কাজে লাগিয়ে সরকার চালান। বিরোধীদের শত্রু ভাববেন না। সাংবাদিকের প্রশ্নকে অপমান

ভাববেন না। অধ্যাপকের জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করার আগে নিজের জ্ঞান যাচাই করুন। নাগরিকের প্রতিবাদকে ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেবেন না। বিধানসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জায়গা হতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার একচ্ছত্র সম্পত্তি নয়।

সরকারের কাজ শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়—কেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তার জবাব দেওয়াও। তাই আজ নাগরিকদেরও প্রশ্ন করতে হবে। দল দেখে নয়, কাজ দেখে বিচার করতে হবে। নেতা দেখে নয়, নীতি দেখে সমর্থন করতে হবে। ধর্ম, ভাষা, জাতি, দল বা ব্যক্তিপূজার উর্ধ্বে উঠে বলতে হবে—আমরা ভোট দিয়েছি প্রতিনিধি বানাতে, প্রজা হতে নয়।

কারণ পাঁচ বছর ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকতে পারে; কিন্তু গণতন্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। আজ যারা ক্ষমতায়, কাল তারা বিরোধী হতে পারেন। আজ যারা হুকুমার দিচ্ছেন, কাল তাঁদের কাছেও জনগণের প্রশ্ন পৌঁছবে। ইতিহাসের চাকা কারও জন্য থেমে থাকে না। তাই লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হবেন না। ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে ভুলবেন না।

জনগণকে ভয় দেখিয়ে কিছুদিন চুপ করানো যায়, কিন্তু চিরদিন নয়। গণতন্ত্রে শেষ কথা সরকারের নয়—শেষ কথা জনগণের।

আর সেই জনগণ যেন আগামী দিনেও নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে এবং ভোট দিয়ে ক্ষমতার হিসাব চাইতে পারে—এটাই হোক আমাদের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার।

ঈশ্বর এঁদের সুমতি দিন—ক্ষমতা যেন মানুষকে প্রজা না বানায়, আর জনপ্রতিনিধিরা যেন ভুলে না যান—তাঁদের আসনটি জনগণের দয়া নয়, জনগণের আমানত।

## কোচবিহারে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা ‘নেট ফড়িং’-এর দশম বর্ষে পদার্পণ



পায়েল সরকার

**কোচবিহার:** লেখক ও পাঠকদের

ভালোবাসাকে সঙ্গী করে সফলভাবে দশম বর্ষে পা রাখল জনপ্রিয় অনলাইন ম্যাগাজিন ‘নেট ফড়িং’। ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার কোচবিহার সাই কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে এক আনন্দঘন পরিবেশে পত্রিকার জন্মদিন ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হয়। কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট কবি, লেখক, সাহিত্যিক এবং ম্যাগাজিনের নিয়মিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নেট ফড়িং-এর লেখক-লেখিকারা নিজেদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন। এরপর গান, নাচ এবং জমজমাট গল্প-আড্ডায় মেতে ওঠেন উপস্থিত সকলে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে নেট ফড়িং-এর শুভানুধ্যায়ীদের ‘ফড়িং বন্ধু’ এবং লেখক-লেখিকাদের ‘লেখক সম্মাননা’ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, অনুষ্ঠানে কবি দীপাঞ্জন দত্তের নতুন কবিতার বই “তোমার দিকে চেয়ে”-এর মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা উৎসব সম্পন্ন হয়। কেক কেটে এবং

সমবেত কণ্ঠে নেট ফড়িং-এর থিম সং ‘নেটে নেটে ঘুরে বেড়ায় নেট ফড়িং’ গেয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার অনলাইন পত্রিকাগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে ‘নেট ফড়িং’। ভারত ও বাংলাদেশে ছাপিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা নিয়মিত এই ম্যাগাজিনটি পাঠ করে থাকেন।

ম্যাগাজিনের সম্পাদক বিক্রম শীল জানান, ২০১৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর অনলাইন ম্যাগাজিন হিসেবে ‘নেট ফড়িং’-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। অনলাইনের পাশাপাশি দুর্গোৎসব, বইমেলা এবং বাংলা নববর্ষের মতো বিশেষ দিনগুলোতে পত্রিকাটির আকর্ষণীয় মুদ্রণ সংস্করণও প্রকাশিত হয়ে আসছে। এছাড়া ২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হওয়া একক বই প্রকাশের কার্যক্রম এখনও সফলভাবে অব্যাহত রয়েছে। কোচবিহারের মাটি থেকে শুরু হওয়া এই সাহিত্য প্রয়াস ইন্টারনেটের কল্যাণে আজ বিশ্বের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গিয়েছে, যা জেলার সমস্ত সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের বিষয়।



## উড়ানে আগামীর কবিতার বার্তা দিলেন সন্মিলিতা



পার্থ নিয়োগী

সন্মিলিতা দত্ত ডুয়ার্সের জলদাপাড়া বনাঞ্চল পার্শ্ববর্তী শালকুমারহাটের মেয়ে। ডুয়ার্সের সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা। বর্তমানে সে তুফানগঞ্জ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস তার। এর পাশাপাশি হাই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লেখা শুরু। তার কবিতা অনেকের কাছেই সমাদৃত হয়েছে। আর সেই ভাবনা থেকেই নিজের লেখা কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হলো তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উড়ান’। বিভূতিভূষণের ‘চাঁদের পাহাড়’ পড়ে ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতেন, বড় হলে একদিন সে উড়ে আফ্রিকার চাঁদের পাহাড়ে যাবে। আর সেই ভাবনা থেকেই তার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ‘উড়ান’। তাই তো তার প্রথম কবিতায় সে লিখেছে—

‘ভারতের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছাবো আফ্রিকা গিয়ে’।

ডুয়ার্সের গ্রাম ছেড়ে পড়াশোনার জন্য শহরে এসে তার উপলব্ধি নিয়ে লেখা কবিতা ‘ধূসর শহর’ তার গভীর উপলব্ধির পরিচয় দেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আচরণ, ফেলে আসা স্কুল জীবন যেমন তার কবিতায় উঠে এসেছে, পাশাপাশি আগমনী, মহালায়া, প্রকৃতি, স্বপ্নের মতো নানা বৈচিত্র্য উঠে এসেছে সাবলীল লেখার মধ্য দিয়ে। ‘জানালার বাইরে রোদুদ্র, পাখিরা ডাকে গানে গানে / লুকিয়ে হাসে শ্রাবণ মাস, নীল আকাশের নীড়ে।’

অসাধারণ তার লেখার বুনট। তাই তো বিশ্বাস নিয়ে তার কবিতায় উঠে এসেছে পংক্তি— ‘একমুঠো সাহস নিয়েই, যাই এগিয়ে প্রতিদিন, এই সাহসেই ডানা মেলে, উড়ে যাব ঠিক একদিন।’

আর এই সাহস নিয়ে কবিতা লিখলে আগামীতে কবিতার দুনিয়ায় এই ডুয়ার্স কন্যা যে ছাপ রাখবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

## মমতার সঙ্গে বৈঠকে আব্দুল



নিজস্ব প্রতিবেদন

**কলকাতা:** কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন ককরোচ জনতা পার্টির নেতা আব্দুল হফিজ। ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে কয়েকজন দলীয় সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চলে আলোচনা। বৈঠক শেষে কোনও পক্ষই সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করেনি।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে আব্দুল ও তাঁর পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই

ঘটনায় আব্দুলের বাবা শেখ মহম্মদ মাকিকের মৃত্যু হয়েছে বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর আব্দুলের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন মমতা এবং পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই সময়ই আব্দুলকে কালীঘাটে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মমতা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দেখা করবেন বলে জানিয়েছিলেন আব্দুল। সেই আমন্ত্রণ মেনেই মঙ্গলবার কালীঘাটে আসেন তিনি।

তৃণমূল সূত্রের দাবি, বৈঠকে আব্দুলের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি আগামী দিনে বিজেপি-বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

## কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** ধারাবাহিক অভিযানে ফের বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল মালদা থানার পুলিশ। পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা এলাকায় একটি গোড়াউনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অবৈধভাবে মজুত কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোড়াউনটিতে অভিযান চালায় পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে গোড়াউন খুলতেই একের পর এক কাফ সিরাপের পেটি নজরে আসে তদন্তকারীদের। পরে সেগুলি উদ্ধার করা হয়।

গোড়াউনটির মালিক যাত্রাডাঙ্গার বাসিন্দা মোহাম্মদ রানা। স্থানীয়দের দাবি, তিনি সরাসরি এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত নন। মঙ্গলবাড়ির এক ব্যক্তি কসমেটিকসের সামগ্রী রাখার কথা বলে গোড়াউনটি ভাড়া নিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর অজান্তেই সেখানে কাফ সিরাপ মজুত করা হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

## বাঘিনী আনতে বিহারে বক্সার বিশেষ দল



নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘের পুনঃপ্রবর্তন প্রকল্পে আরও এক ধাপ এগোল বন দপ্তর। বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘিনী আনতে ১৫ সদস্যের বিশেষ দল ইতিমধ্যেই বিহারে পৌঁছেছে। সঙ্গে রয়েছে বিশেষ

অ্যাম্বুল্যান্স ও পরিবহণের খাঁচা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২ অক্টোবর বক্সার জঙ্গলে বাঘিনীকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তার আগে বাঘিনীকে বিশেষ পদ্ধতিতে নিরাপদে ধরে বক্সায় আনা হবে। প্রাথমিকভাবে তাকে একটি বিশেষ এনক্লোজারে রেখে পর্যবেক্ষণ করার পর জঙ্গলে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার

প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। জঙ্গলে বাঘিনী ছাড়ার দৃশ্য সেখানে সরাসরি দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বক্সায় দীর্ঘদিন ধরেই স্থায়ী বাঘের সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে বাঘ এনে বংশবৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

## প্লাবিত ভূতনিত্রে ত্রাণের জন্য অসহায়দের হাহাকার

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** ১২ দিনেরও বেশি সময় ধরে জলবন্দি মালদার মানিকচকের ভূতনি চর। এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি প্লাবন পরিস্থিতি। গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধির জেরে ভূতনির ৫৯টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। জলমগ্ন আবাদি জমি, রাস্তাঘাটের পাশাপাশি বহু বাড়ি। মানিকচক রুকের ৫২টি স্কুলও জলের তলায় রয়েছে।

১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার সরকারি ত্রাণ নিয়ে উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গিরিধারীটৌলায় পৌঁছন স্থানীয় বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল। ত্রাণের নৌকা পৌঁছতেই ছোট ছোট ডিঙি নৌকা নিয়ে বিধায়ককে ঘিরে ধরেন দুর্গত বাসিন্দারা। পর্যাপ্ত ত্রাণ মিলছে



না বলে অভিযোগ তুলে ত্রাণের দাবিতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়।

বিধায়ক অবশ্য জানান, এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ রয়েছে। চারদিকে জল থাকায় দুর্গত বাসিন্দারা ডিঙি নৌকায় করে ত্রাণ নিতে এসেছেন বলেও দাবি

করেন তিনি। এদিকে প্লাবন পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১১ সেপ্টেম্বর প্রথমবার ভূতনিত্রে সেনা নামানো হয়। স্থানীয়দের আশঙ্কা, জলস্তর কমতে আরও অন্তত এক মাস সময় লাগতে পারে।

## অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১৬ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** অনুপ্রবেশের অভিযোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে মালদায় আনা হল। ১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার তাঁদের মালদা টাউন স্টেশনে নিয়ে আসার পর পুলিশের গাড়িতে করে জেলার হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে ১৫ জন মহিলা এবং একজন পুরুষ। রাজস্থান থেকে ১০ জন, কেরল থেকে তিন জন, তেলঙ্গানা থেকে দু'জন এবং মহারাষ্ট্র থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিয়ম মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তাঁদের বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করা হতে পারে।

## বালুরঘাটেও মাটির নীচে বিদ্যুতের তার



নিজস্ব প্রতিবেদন

**বালুরঘাট:** মাথার উপরের বিপজ্জনক তারের জঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে চলেছে বালুরঘাট শহর। দুর্ঘটনা এড়াতে ও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা দিতে শিলিগুড়ির ধাঁচে এবার বালুরঘাটেও ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ কেবল পাতার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড কোম্পানি। প্রায় ১৫০ কোটি টাকার প্রাথমিক ডিপিআর উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর ফলে শর্টসার্কিট ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমবে।

## পিপিপি মডেলে সাজবে কুলিক পক্ষীনিবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

**রায়গঞ্জ:** উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে শুধু পাহাড় বা ডুয়ার্সের জঙ্গলে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্য পর্যটন দপ্তর। সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ টুরিস্ট লজকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপি মডেলে পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন পর্যটনমন্ত্রী।

দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল হয়ে পড়া টুরিস্ট লজের আসবাবপত্র, ঘর ও আলোর ব্যবস্থা উন্নত করে পর্যটকবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ

কুলিক পক্ষীনিবাস-এর সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। জেলাওয়ারি পর্যটন মানচিত্র তৈরি করে বছরভর পর্যটক টানাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।



## বন্যার জমা জলে ডুবে মৃত্যু চার বছরের শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** গঙ্গার জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় মালদার ভূতনির ভাঙা বাঁধ আরও চওড়া হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। জলের তোড়ে বাড়িঘরে জল ঢুকে যাওয়ায় নৌকা করেই যাতায়াত করতে হচ্ছে মানুষকে। এরই মধ্যে ভয়াবহ বন্যায় জলে ডুবে মৃত্যু হল উত্তর চণ্ডীপুরের পূর্ব সামিরুদ্দিন টোলার চার বছরের এক শিশুর। মৃতের নাম সাফিউর

রহমান (৪)।

বাড়িতে মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে থাকত সাফিউর। তার বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে তাদের বাড়ির একতলা প্রায় জলের তলায়। পরিবারের সকলে কোনোমতে আশ্রয় নিয়েছেন দোতলায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অসাবধানতাবশত জমা জলে পড়ে যায় সাফিউর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় ভূতনি থানার পুলিশ। শিশুটিকে

উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ভূতনির প্রায় ৫৯টি গ্রাম এখনও জলের তলায়। বিস্তীর্ণ এলাকার আবাদি জমি ও রাস্তাঘাট জলমগ্ন। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি গ্রামবাসীদের কাছে চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিচ্ছে প্রশাসন। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, সেই আশায় গ্রহর গুনছেন বন্যাত মানুষজন।

## ২০২৩ সালের চাপড় শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন



**অসম:** সম্প্রতি অসমের বিলাসীপাড়ার একটি আদালত ২০২৩ সালে চাপড়ে চার বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে উৎপল রায় নামের এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। চাপড়ের কৃষ্ণকালী চা বাগানে ঘটা এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় তিন বছর পর বিলাসীপাড়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিশুটি তার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হলে পুলিশ তদন্ত অভিযান শুরু করে। তিন দিন পর একটি মিস্যার ডগের (অনুসন্ধানী কুকুর) সাহায্যে চা বাগান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও ফরেনসিক দলের উপস্থিতিতে এই উদ্ধারকাজ চালানো হয়।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, উৎপল রায় শিশুটিকে লোভ দেখিয়ে চা বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর অপরাধ ধামাচাপা দিতে সে শিশুটিকে হত্যা করে এবং চা বাগানের ভেতর তার মরদেহ ফেলে পালিয়ে

যায়। নিহতের পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে চাপড় থানা মামলা নং ১৭৯/২৩ নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩(ক), উভয় পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ ও যুক্তি তর্ক শোনার পর আদালত উৎপল রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং পকসো আইনের বিধান অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন সরকারি আইনজীবী তপন ভট্টাচার্য। মামলার তদন্ত শুরু করেছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা অর্পণা তালুকদার, পরে যার দায়িত্ব নেন রঞ্জিত কাকতি। পরবর্তীতে চার্জশিট জমা দেন দীপজ্যোতি ইংতি।

এই নৃশংস শিশু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় পুরো এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এই রায়ের মাধ্যমে আলোচিত এই মামলার বিচার সম্পন্ন হলো।

## গোয়ালপাড়ায় বন্য হাতির আক্রমণে যুবক নিহত, আহত ৫ বছরের শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন

**গোয়ালপাড়া:** অসমের গোয়ালপাড়া জেলায় ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে বন্য হাতির আক্রমণে একই পরিবারের দুজন সদস্য গুরুতর আহত হন, যার মধ্যে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে এবং পাঁচ বছরের একটি শিশু মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। এই ঘটনা এই অঞ্চলে দিন দিন বাড়তে থাকা মানব-হাতির সংঘাতের চিত্রটিকে আবারও ফুটিয়ে তুলেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালপাড়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন নেপালীখুটির নলডোভা এলাকায়, যখন একটি একা বন্য হাতি পরিবারের সদস্যদের ওপর চড়াও

হয়। হামলায় ওই যুবক গুরুতর জখম হয়ে পরবর্তীতে মারা যান। অন্যদিকে, ৫ বছরের শিশুটিও গুরুতর আহত হওয়ায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর মাত্র কয়েক দিন আগেই গোয়ালপাড়া জেলায় ১৭তম অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের জওয়ান আমজাদ আলী বন্য হাতির আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন।

গোয়ালপাড়া আঞ্চলিক বন বিভাগের আওতাধীন বেশ কয়েকটি এলাকায় বর্তমানে বন্য হাতির একটি বড় দল ঘোরাফেরা করছে। হাতির এই দলটির চলাচলের কারণে স্থানীয় এলাকায় চরম বিপন্ন ঘটছে এবং কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

হাতির এই ধারাবাহিক আক্রমণ

ও অনুপ্রবেশের ঘটনায় জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় জনগণ এই ধরনের ঘটনা রোধে বর্তমান প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলোর কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন।

সর্বশেষ এই মৃত্যুর ঘটনাটি হাতি চলাচলের ওপর কঠোর নজরদারি বাড়ানো, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য সময়মতো সতর্কতা জারি করা এবং মানুষ ও বন্য হাতির মুখোমুখি সংঘর্ষ কড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিকে আরও জোরালো করে তুলেছে। জেলার বিভিন্ন অংশে হাতির আনাগোনা অব্যাহত থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

## জাতিগত সংঘাতে মণিপুরের ১,২০০ কোটির জিএসটি রাজস্ব ক্ষতি



নিজস্ব প্রতিবেদন

**ইফল:** মণিপুরের দীর্ঘস্থায়ী জাতিগত সংঘাতে চরম ধাক্কা খেয়েছে রাজ্যের অর্থনীতি। ২০২৩ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) বাবদ রাজ্যের ১,২০০ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ইউনুস খান খেমচাঁদ সিং। মণিপুর প্রেস ক্লাবে অল মণিপুর ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ইউনিয়নের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এই উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করেন।

চলমান অস্থিরতার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে তিনি সবার সম্মিলিত সহযোগিতার আহ্বান জানান। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সচল রাখতে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সমস্ত সুশীল সমাজকে বনধ ও অবরোধ সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকার জোরালো অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পাশাপাশি, সাংবাদিকদের কল্যাণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন ৮,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা এবং পারিবারিক পেনশন ৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,০০০ টাকা করার প্রস্তাব। সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত যে সমস্ত সাংবাদিক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ক্ষিমে অনুদান দিতে পারেননি, তাঁদের অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করতে এককালীন ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়া বকেয়া বিজ্ঞাপন বিল বাবদ প্রায় ১ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ছাড় করা হয়েছে এবং বাকি বিষয়গুলো আলোচনার জন্য আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

## মেঘালয়ের আবগারি নীতিতে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের প্রত্যাশা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলং:** রাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়া সহজ করতে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সঙ্গে মদের দামের ব্যবধান কমাতে তাদের আবগারি নীতিতে বড় ধরনের সংশোধন এনেছে মেঘালয় সরকার। গত সোমবার তথা ১৪ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কনরাদ কে. সাংমা জানান যে, ‘মেঘালয় এক্সাইজ অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০২৬’ এবং ‘মেঘালয় বন্ডেড ওয়্যারহাউস রুলস, ২০২৬’-এর সংশোধনের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। নতুন এই নীতি অনুসারে, মদ বিক্রির ওপর এতদিন আবগারি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর আলাদাভাবে আদায়

করা হলেও, এখন থেকে এই দুটি কর একত্রিত করে একটি মাত্র ‘অ্যাড ভ্যালোরেম’ কর হিসেবে আদায় করা হবে। এর ফলে পুরো রাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি সহজ এবং দক্ষ হবে বলে আশা করছে রাজ্য সরকার।

পাশাপাশি, মেঘালয়ের সাথে প্রতিবেশী রাজ্য আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের মদের দামের ফারাক কমাতে এবং রাজস্ব ফাঁকি রোধ করতে বিভিন্ন ধরনের মদের ওপর আবগারি শুল্কের হার বাড়ানো হয়েছে। সরকারের অনুমান, নীতিতে আনা এই পরিবর্তনের ফলে রাজ্য কোষাগারে অতিরিক্ত প্রায় ১৫০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হবে।

## পুজোর আগেই খুলল গুরুদোংমার লেক



নিজস্ব প্রতিবেদন

**সিকিম:** পুজোর আগেই পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল উত্তর সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র গুরুদোংমার লেক। ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রশাসনের অনুমতি মিলতেই খুশি পর্যটক ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা। লাচেন হয়ে গুরুদোংমার যেতে হয় পর্যটকদের। প্রশাসনের নির্দেশ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাচেন ও লাচুংমুখী গাড়িকে তুং চেকপোস্ট পার করতে হবে। রাতে যাত্রা এড়ানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। তাই

ভ্রমণের আগে পারমিট, রাস্তার পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক নির্দেশিকা জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৭,১০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই হ্রদ সিকিমের অন্যতম আকর্ষণ। ২০২৫ সালের জুনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে লাচেনের রাস্তায় ধস নামায় গুরুদোংমার যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। মেরামতির পর রাস্তা খুললেও পর্যটকদের যাতায়াত ছিল সীমিত। এ বার প্রশাসনের ছাড়পত্রে ফের পর্যটকদের জন্য খুলল গুরুদোংমার।

## সিয়াং প্রকল্পে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের তীব্র নিন্দা এসআইএফএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন

**ইটানগর:** প্রস্তাবিত সিয়াং আপার বহুমুখী প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন বা পিএফআর তৈরির কাজের সুবিধার্থে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করায় অরুণাচল প্রদেশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে সিয়াং আদিবাসী কৃষক ফোরাম।

১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার ইটানগর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসআইএফএফের মুখপাত্র তাগোরি মিজি চলমান পিএফআর প্রক্রিয়া এবং প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর বিরোধিতার কথা তুলে ধরেন।

মিজি দাবি করেন যে, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো এসআইএমপি প্রকল্পের বিরোধিতা করে আদি বানে কেবাংয়ের (এবিকে) সভাপতি তানোম তামাকের কাছে প্রাসঙ্গিক নথিপত্রসহ স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। আদি সম্প্রদায়ের অভিভাবক সংগঠন হিসেবে পরিচিত এই এবিকের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো রাজ্য সরকারের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানিয়ে দুটি প্রধান দাবি তুলেছিল।

তিনি জানান, দাবিগুলোর মধ্যে ছিল গ্রামগুলো থেকে নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার করা এবং এসআইএমপি সংক্রান্ত বিষয়ে আদি সম্প্রদায়ের গাও বুড়াদের বা



গ্রামপ্রধানের বিরুদ্ধে জারি করা বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা।

মিজের অভিযোগ, এবিকে এই ক্ষোভের কথা রাজ্য সরকারকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের যথেষ্ট সমর্থন জোগায়নি।

তিনি আরও দাবি করেন যে,

প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের কারণে একাধিক গ্রামের প্রকল্প-ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে মতবিরোধ ও অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলে তিনি এবিকে ও রাজ্য সরকার উভয়কেই তাদের

উদাসীনতার জন্য সমালোচনা করেন।

এবিকে নেতৃত্বের কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করে মিজি নিজের সম্প্রদায়ের সদস্যদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে এবিকে সভাপতির নৈতিক কারণে পদত্যাগ দাবি করেন।

মিজি বলেন, “আমরা এসআইএফএফের পক্ষ থেকে এসআইএমপি প্রকল্পে সরকারের এই জবরদস্তি মূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানাই।”

তিনি অভিযোগ করেন যে, পিএফআর প্রক্রিয়ার কাজ এগিয়ে নিতে নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা

অত্যন্ত উসকানিমূলক এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে শক্তির বলপ্রয়োগের শামিল।

মিজের মতে, সরকারের এই সিদ্ধান্ত “অগণতান্ত্রিক ও নিন্দনীয়”। এটি প্রমাণ করে যে প্রস্তাবিত এসআইএমপি প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে বোঝাতে এবং তাদের আস্থা অর্জনে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

তাই ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের উদ্বেগকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এসআইএফএফ এবং প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত যেকোনো ধরনের জবরদস্তি মূলক ব্যবস্থার জোরালো বিরোধিতা করেছে।

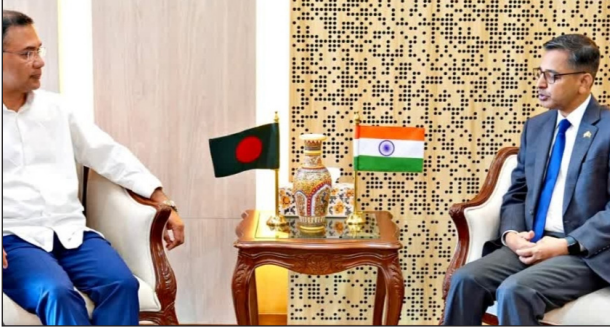
## ২১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন তারেক রহমান

## ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশ

শাহ মতিন টিপু

**ঢাকা:** জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় এই তথ্য জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। প্রধানমন্ত্রী এ সফরে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের নতুন ভিশন ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।

যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে তারেক রহমানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বৈঠক হবে কি না, জানতে চাইলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্কে যাওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়া। সাইডলাইনে কিছু বৈঠক হবে। এগুলো প্রায় একদম শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত হয়। উনি যখন যাবেন,



যাদের সঙ্গেই দেখা বা বৈঠক হবে, আপনাদের জানানো হবে। এটা কোনো গোপন কিছু হবে না, আপনাদের জানানো হবে।

হুমায়ুন কবির বলেন, ২১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে দেশ ছেড়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেবেন এবং বাংলাদেশের নতুন ভিশন ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবেন। সফরকালে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে একাধিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের

পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাইডলাইন মিটিং হবে। বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের ভিশন তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা হবে।

বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নতুনভাবে শুরু করতে চায়, একথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, ‘এ সম্পর্ক অতীতের ১৫ বছরের সম্পর্ক থেকে বের হয়ে নতুন দিকে যাবে। তাই ভারতে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় সফর হওয়া উচিত। বহুপক্ষীয় সফর নয়।’

## গাজায় যুদ্ধাহত ভবন ধসে নিহত ২০, নিখোঁজ বহু



নিজস্ব প্রতিবেদন

**গাজা:** গাজার তাল আল-হাওয়া এলাকায় যুদ্ধাহত একটি ছয় তলা ভবন ধসে পড়ার ঘটনায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে পাঁচজন শিশু। এছাড়া উজান উজান মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন এবং উদ্ধারকর্মীদের মতে ধ্বংসস্তূপের নিচে ৭০ থেকে ১০০ জনের মতো আটকে থাকতে পারেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভবনটি যে বৃক্কিপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও বিকল্প আশ্রয়ের অভাবে প্রায় ১০টি পরিবার সেখানে বসবাস করছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার ভোরের দিকে হঠাৎ বিকট শব্দে ভূমিকম্পের মতো ভবনটি ধসে পড়ে, যার ফলে ঘুমের মধ্যেই মর্মান্তিক এই দৃশ্যটো ঘটে।

ইসরায়েলের কঠোর বিধিনিষেধের কারণে উদ্ধারকাজের

শুরুতে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ছিল না এবং উদ্ধারকর্মীদের খালি হাতেই কাজ শুরু করতে হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের সংস্থা ও মিশরীয় ত্রাণকর্মীদের কাছ থেকে কিছু ভারী যন্ত্রপাতি ধার নিয়ে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে থেকে এখনও মানুষের আওয়াজ পাওয়া যাওয়ায় বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের উদ্ধারে আশা জিইয়ে রয়েছে। তবে জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা সতর্ক করে জানিয়েছেন যে, শীতের আগে গাজায় এমন আরও প্রায় ৪০০টি যুদ্ধাহত ভবন ধসে পড়ার চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই উদ্ধারকাজের জন্য দ্রুত ভারী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং শীতের প্রস্তুতি হিসেবে বাস্তবায়িত মানুষের জন্য তাঁবু ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী প্রবেশে অনুমতির জন্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।



## ভোট কোশি বন্যা, এখনও নিখোঁজ ১৪৩, যোগাযোগ ৭১ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন

**নেপাল:** ভোট কোশিতে গত ২৬ আগস্টের প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর থেকে সুদূরপশ্চিম প্রদেশের যে ব্যক্তির নিখোঁজ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৭১ জন যোগাযোগ করতে সক্ষম হলেও ১৪৩ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। সুদূরপশ্চিম প্রদেশের জরুরি অপারেশন সেন্টার জানিয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তির মূলত রাসুন্স, নুওয়াকোট, ধাদিং, গোখী, চিতওয়ান এবং তানাছ জেলায় কর্মরত ছিলেন। এই দুর্ঘটনা

প্রদেশটির একজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ও আইন মন্ত্রকের দুর্ঘটনা বিভাগের প্রধান জনক ধামী জানান, ভয়াবহ এই বন্যার পর থেকে প্রদেশ সরকার নিখোঁজ ও যোগাযোগ স্থাপনকারী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এখন পর্যন্ত স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১১ জন নারী এবং ৬০ জন পুরুষ রয়েছেন। অন্যদিকে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জন নারী এবং ১৩০ জন পুরুষ।



বন্যায় সবচেয়ে বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন কৈলালী জেলায়—মোট ৬৭ জন। এ ছাড়া কঞ্চনপুরে ২৬ জন, দাদেলপুরায় ১৭ জন,

## ভারতের সঙ্গে ১০১ চুক্তি পর্যালোচনায় বাংলাদেশ

সমীরণ রায়

**ঢাকা:** ভারতের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের করা শতাধিক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-চুক্তি সরকার পর্যালোচনা করছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এই পর্যালোচনার ফলাফল শিগগির আসবে।

১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে চিফ হুইপ এ কথা বলেন। গত বৃহস্পতিবার এই সংসদের তৃতীয় অধিবেশন শেষ হয়।

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার চুক্তির আওতায় বন্ধুরাষ্ট্রের জাহাজ চলাচল এবং ওই চুক্তি বাতিলের বিষয়ে জানতে চাইলে নুরুল ইসলাম বলেন, আমরা চুক্তিগুলো, মানে সব-১০১টা এমওইউ নিয়ে আলোচনা করছি এবং সেটার ফল অনতিবিলম্বে আপনারা পাবেন।

কঠোর অবস্থানে রয়েছে। সরকারি অর্থের একটি টাকাও অপচয় না করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

দেশের বিদ্যুৎ-গ্যাসের সমস্যা নিয়ে সরকারের সমালোচনা প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম বলেন, নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে। তাই চাইলেই দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়।

বিদ্যুৎ খাতে বিগত সরকারের বিভিন্ন চুক্তি ও দায়মুক্তির সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও কিছু কেন্দ্রকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে। এতে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে। সেই সরকারের করা দায়মুক্তির বিধান বাতিল করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম নির্ধারণে নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিবর্তে সরকারকে সরাসরি ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থারও সমালোচনা করেন তিনি।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস তুলে ধরে চিফ হুইপ বলেন, ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। পরে বিভিন্ন সময়ে সংশোধনী আনা হয়েছে। ভারতেও সংবিধান বহুবার সংশোধন করা হয়েছে।



বিমস্টেকের চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে অনুষ্ঠেয় ব্রিকস সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করে চিফ হুইপ বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বাংলাদেশ সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ সব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়। তবে যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ বেশি, তাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। একই সঙ্গে যথাযথ মর্যাদার বিষয়টিও খেয়াল রাখা হবে।

সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা তুলে ধরে চিফ হুইপ বলেন, বিগত সরকারের রেখে যাওয়া ঋণের বিপরীতে ২০৫ কোটি ডলার গত পাঁচ মাসে পরিশোধ করা হয়েছে। এই আঁচ জনগণের করের টাকা। তাই সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধে বর্তমান সরকার

সংসদের তৃতীয় অধিবেশন ৯ কার্যদিবসের ছিল বলে জানান চিফ হুইপ। তিনি বলেন, এই অধিবেশনে ছয়টি বিল উত্থাপন ও পাস হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বিধিতে ১ হাজার ৬৭৮টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে ১৫টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

এই অধিবেশনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল পাস হয়েছে উল্লেখ করে নুরুল ইসলাম বলেন, বিলগুলো তৈরির আগে বিভিন্ন অংশীজন, আইনজীবী, বিচারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সাংবাদিকদের মতামত নেওয়া হয়। ১৬ জন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদেরও পরামর্শ নেওয়া হয়। অধ্যাদেশে শাস্তির ক্ষেত্রে যে সীমা ছিল, পাস হওয়া বিল তা আরও কঠোর করা হয়েছে। এমনকি মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে।

## সাজাপ্রাপ্তদের ফেরতের বিষয়ে ভারতের স্পষ্ট জবাব পায়নি ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**ঢাকা:** ভারতে পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের কাছ থেকে এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর পায়নি বাংলাদেশ। তবে তাদের দিক থেকেও একটি আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়দ ইসলাম এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, “সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনা একটি চলমান প্রক্রিয়া।” আইনি বিষয়ে মন্তব্য করতে চান না জানিয়ে তিনি বলেন, “পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো— প্রচলিত আইন ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারতে অবস্থানরত আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী কাজ চলছে। এ বিষয়ে চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়াও চলছে।”

সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাত নেতার বিরুদ্ধে আদালতের দেওয়া রায় নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শামা ওবায়দ বলেন, “রায়টি যেহেতু সদ্য হয়েছে, তাই আদালতের আনুষ্ঠানিক সব কাগজপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে পাওয়ার পর যথাযথ প্রক্রিয়ায় ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। আসামিদের দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ভারতে অবস্থানরত কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফেরাতে এর আগে পাঠানো চিঠির অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, “এ বিষয়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগ চলছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দিক থেকেও একটি আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে বাংলাদেশ জানতে পেরেছে। এই কার্যক্রম চলমান থাকবে, যতক্ষণ না তাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।”



দোতি ও অচ্ছমে দুজন করে, বাজুরায় ১৬ জন, বৈতড়ীতে সাতজন এবং দাচুলায় চারজন নিখোঁজ হয়েছেন। দুর্ঘটনা নিহত হওয়া একমাত্র ব্যক্তিটি বৈতড়ীর বাসিন্দা। জরুরি অপারেশন সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, নিহতের পরিবার মরদেহ গ্রহণ করে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছে।

নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবার জরুরি সেন্টারে অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি নিখোঁজদের উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম দ্রুততর করতে সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে।

# এশিয়ান গেমসে নির্বাচিত অলিম্পিয়ান প্রণতি নায়েক

**কলকাতা:** ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ওড়িশা এএম/এনএস ইন্ডিয়া জিমনাস্টিক্স হাই পারফরম্যান্স সেন্টার-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অলিম্পিয়ান প্রণতি নায়েক জাপানের আইচি-নাগোয়ায় আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আয়োজিত হতে চলা ২০তম এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রণতিই এই এশিয়ান গেমসের জন্য নির্বাচিত একমাত্র ভারতীয় জিমনাস্ট এবং তিনি আর্টিস্টিক জিমনাস্টিক্স-এর উইমেনস ভল্ট ও উইমেনস অল-অ্যারোউন্ড ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

উজবেকিস্তানের তাশখন্দে আয়োজিত এফআইজি ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জ কাপ ২০২৬-এ উইমেনস ভল্ট ইভেন্টে রৌপ্য পদক সহ তার ধারাবাহিক দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ফলেই এই সুযোগ এসেছে।

এএম/এনএস ইন্ডিয়ার আধিকারিক আশুতোষ তেলং বলেন, “এশিয়ান



গেমসে ভারতের একমাত্র জিমনাস্ট হিসেবে প্রণতির নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং এটি তাঁর ধারাবাহিকতার পরিচয় দেয়। আমাদের

সেন্টারে ক্রীড়াবিদদের সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া হয়। আইচি-নাগোয়ায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সময় আমরা তাঁর

সর্বসঙ্গী সাফল্য কামনা করি।”

প্রণতি টোকিও অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করছেন; তিনি ২০২৬ সালে তাশখন্দে রূপো ও রেলওয়ে চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন এবং গ্লাসগো কমনওয়েলথেও অংশ নিয়েছেন। তিনি ২০২৫ সালে এশিয়ান ও ওয়ার্ল্ড কাপে ব্রোঞ্জ এবং জাতীয় গেমসে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জ পদক জয়ের পাশাপাশি বিগত বছরগুলিতেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একাধিক পদক পেয়েছেন।

ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ওড়িশা এএম/এনএস ইন্ডিয়া জিমনাস্টিক্স হাই পারফরম্যান্স সেন্টার বিশেষ কোচিং, প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো এবং ক্রীড়াবিদদের সহায়তার মাধ্যমে উচ্চমানের জিমনাস্টদের বিকাশ সাধনে সহায়তা করে থাকে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম করে তোলা।

# ক্রোমায় শুরু আইফোন ১৮ সিরিজের প্রি বুকিং



**শিলিগুড়ি:** টাটা গ্রুপের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স রিটেইলার ক্রোমা ভারতে বহুল প্রতীক্ষিত আইফোন ১৮ প্রো এবং আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স-এর প্রি-বুকিং শুরুর কথা ঘোষণা করেছে। আপলের এই ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসগুলোতে রয়েছে শক্তিশালী এ২০ প্রো চিপ, সি২ ওয়ার্ল্ডস মোডেম এবং ভেরিয়েবল অ্যাপারচার সমৃদ্ধ নতুন ৪৮ মেগাপিক্সেল ফিউশন ক্যামেরা। গ্রাহকেরা এখন দেশব্যাপী ক্রোমার ৫৬০টিরও বেশি স্টোর ছাড়াও CROMA.COM, TATA NEU অ্যাপ এবং বিগ বাস্কেটের মাধ্যমে এই নতুন ফোনগুলো বুক করতে পারবেন।

ক্রোমা স্টোরে মাত্র ৫,০০০ টাকা দিয়ে আইফোন ১৮ প্রো সিরিজের মডেলগুলো প্রি-বুক করা যাবে। ডিজিটাল মাধ্যমে বুকিংয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া গ্রাহকদের জন্য থাকছে ১২,০০০ টাকা পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ এক্সচেঞ্জ বোনাস। পাশাপাশি অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১২, ওয়াচ আন্ট্রা ৪ এবং এয়ারপডস মাত্র ২,০০০ টাকা

অগ্রিম দিয়ে স্টোর থেকে প্রি-বুক করার সুবিধাও মিলছে।

নতুন মডেলের পাশাপাশি আইফোন ১৭ প্রো এবং আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স-এ দেওয়া হচ্ছে আকর্ষণীয় ছাড়। ব্যাংক ক্যাশব্যাক ও এক্সচেঞ্জ বোনাস মিলিয়ে আইফোন ১৭ প্রো (২৫৬ জিবি) স্টোরে মিলবে মাত্র ৬৯,৯৯০ টাকা এবং আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স (২৫৬ জিবি) মিলবে ৭৪,৯৯০ টাকা থেকে।

এই উদ্যোগ নিয়ে ইনফিনিটি রিটেল লিমিটেডের মুখপাত্র বলেন, “নতুন আইফোন প্রো লঞ্চ সবসময়ই ব্যাপক উৎসাহ তৈরি করে। গ্রাহকেরা যাতে খুব সহজে তাঁদের পছন্দের মডেলটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দেশব্যাপী বিস্তৃত স্টোর এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রি-বুকিং প্রক্রিয়াকে আমরা আরও সহজ করে তুলেছি। এর পাশাপাশি আকর্ষণীয় মূল্যে আইফোন ১৭ প্রো সিরিজের উপলব্ধতা ক্রেতাদের তাঁদের বাজেট অনুযায়ী সেরা প্রো মডেলটি বেছে নেওয়ার দুর্দান্ত সুযোগ করে দিচ্ছে।”

## এমএসই-তে প্রথম টোকেনাইজড বন্ড

**কলকাতা:** ভারতের মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ (MSE) সেবি-র ডিম্যাট ২.০' পাইলট প্রকল্পের অংশ হয়েছে। সেবি-র রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স কাঠামোর আওতায় কর্পোরেট বন্ড টোকেনাইজ করার এই উদ্যোগকে ভারতের পুঁজিবাজারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় কর্পোরেট বন্ড ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার প্রযুক্তি (DLT)-ভিত্তিক ব্যবস্থায় ইস্যু হবে, মালিকানার রেকর্ড আইনসিদ্ধ ডিপোজিটরিগুলির কাছে সংরক্ষিত থাকবে এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি (CBDC)-এর মাধ্যমে লেনদেনের নিশ্চিতি হবে।

পাইলট প্রকল্পের আওতায় এমএসই-এর ইলেকট্রনিক বন্ড প্ল্যাটফর্ম (MSE EBP)-এর মাধ্যমে প্রথম টোকেনাইজড কর্পোরেট বন্ড ইস্যু করেছে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড। ইস্যুটির আয়ের জরিপ ছিল ট্রাস্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড। প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগের লক্ষ্য দ্রুত লেনদেন নিশ্চিতি, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং মূলধন সংগ্রহে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট ২০২৬-এ সেবি-র চেয়ারম্যান শ্রী তুহিন কান্ত পাণ্ডে এবং আরবিআই-এর গভর্নর শ্রী সঞ্জীব মালহোত্রা এই পাইলট প্রকল্পের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে মার্কেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্টারমিডিয়েরিজ (MII), আর্থিক বাজার, ফিনটেক ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদাররা উপস্থিত ছিলেন।

এমএসই-এর এমডি ও সিইও শ্রীমতী লতিকা এস. কুন্ডু বলেন, “ডিম্যাট ২.০ পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সেবি-র ভবিষ্যৎমুখী পদক্ষেপ ভারতের ঋণবাজারের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ। টোকেনাইজেশনের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও নির্ভরযোগ্য বাজার পরিকাঠামোকে একত্রিত করে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ এবং নিরাপদ উপায়ে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এই যাত্রায় অবদান রাখতে এবং আগামী দিনের বাজার গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পেরে আমরা গর্বিত।”

# স্পটিফাই-এর সঙ্গে জোট, নেসকাফে নিয়ে এল নতুন অ্যাস্ট্রো

**কলকাতা:** কঠোর পরিশ্রম বা ‘হাসল’-এর সুর কেমন হয়? কারও কাছে এটি গভীর রাতের পড়াশোনা, আবার কারও কাছে নিজের সৃজনশীল স্বপ্নপূরণ, নতুন কিছু গড়ে তোলা, কিংবা এক মুহূর্তও থেমে না থাকার অঙ্গীকার। তরুণ ভারতের এই উদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কর্মকে সম্মান জানিয়ে নেসকাফে নিয়ে এসেছে তাদের নতুন ‘হাসল অ্যাস্ট্রো’। এটি একটি রীপ গান, যা আজকের তরুণদের জীবনের সাউন্ডট্র্যাক হয়ে উঠবে।

স্পটিফাই-এর সহযোগিতায় তৈরি এই গানটির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে নেসকাফের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবার সংগীতের ছোঁয়ায় এক নতুন মাত্রা পেল। তরুণদের সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে কনটেন্ট

ক্রিয়েটর ও ট্রেডস্টোরদের নিয়ে একটি আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গানটি প্রকাশ করা হয়, যাতে তরুণরা এর সঙ্গে সহজেই একাত্ম হতে পারে।

গানটির পাশাপাশি প্রকাশ করা হয়েছে কয়েকটি ছোট ভিডিও, যেখানে তুলে ধরা হয়েছে জীবনের এই উদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কর্মকে সম্মান জানিয়ে নেসকাফে নিয়ে আঁকা থেকে শুরু করে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে পড়াশোনা। মেটা (ফেসবুক/ইনস্টাগ্রাম), স্পটিফাই এবং ইউটিউব জুড়ে এই ভিডিওগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

নেসলে ইন্ডিয়ার পাউডারড অ্যান্ড লিকুইড বেভারেজস বিভাগের প্রধান মি. সুনয়ন মিত্র বলেন, “ভারতের তরুণ প্রজন্ম পরিশ্রম বা ‘হাসল’ শব্দটির সংজ্ঞাই বদলে দিচ্ছে। এটি

এখন আর কেবল কাজ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং নিজের মতো করে পছন্দের পথে এগিয়ে চলাই আসল কথা। নেসকাফে হাসল অ্যাস্ট্রোর মাধ্যমে আমরা তাদের এই মানসিকতাকেই সুরের রূপ দিতে চেয়েছি—যা তরুণ সংস্কৃতির অত্যন্ত কাছের একটি মাধ্যম। আমরা শুধু এটুকুই বলতে চাই আপনার লড়াই যেটা ই হোক, নিজের জগৎ গড়ে তোলার এই যাত্রায় আমরা সবসময় আপনার পাশে আছি।”

জনপ্রিয় ক্রিয়েটররা এতে যুক্ত হওয়ায়, এই ‘হাসল অ্যাস্ট্রো’ শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞাপনের গণ্ডিতে আটকে না থেকে তরুণ ভারতের দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ হয়ে উঠতে চলেছে।

# পুজোর আগে কর্মসংস্থান তৈরিতে এগিয়ে ফ্লিপকার্ট



শতাংশ। ফ্লিপকার্ট মিনিটস-এর প্রসারণ এবং টিয়ার ২ ও ৩ মার্কেটে বাড়তে থাকা চাহিদার কারণেই এই সম্প্রসারণ ঘটছে। এ ছাড়াও সাপ্লাই চেইন ভূমিকায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ২০ শতাংশ ছাড়িয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অংশগ্রহণও।

ফ্লিপকার্ট গ্রুপের চিফ কর্পোরেট অ্যাক্ফার্স অফিসার রজনীশ কুমার

জানান, ডিজিটাল বাণিজ্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে এতদিন ধরে কম সুযোগ পাওয়া সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করাই তাদের মূল দায়িত্ব। অন্যদিকে, সাপ্লাই চেইন, কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড রি-কমার্স-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হেমন্ত বদ্রী উল্লেখ করেন যে এই বিশাল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা উৎসবের মরসুমে ভারতের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দিচ্ছে।

পাশাপাশি, ফ্লিপকার্ট ও দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের অংশীদারিত্বে পরিচালিত ‘এসসিওএ’ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০,০০০ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কর্মীদের জন্য চিকিৎসা, দুর্ঘটনা বীমা এবং ই-শ্রম রেজিস্ট্রেশন মতো সুরক্ষামূলক সুবিধাও প্রদান করে থাকে ফ্লিপকার্ট।

# শিলিগুড়িতে পূর্ব ভারতের প্রথম পিএমএওয়াই নোডাল শাখা

**শিলিগুড়ি:** ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় হাউজিং ফাইন্যান্স সংস্থা পিএনবি হাউজিং ফাইন্যান্স বুধবার শিলিগুড়িতে তাদের প্রথম পিএমএওয়াই নোডাল ব্রাঞ্চ করল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান ২.০-এর আওতায় যোগ্য পরিবারগুলির কাছে গৃহঋণ ও আবাসন সংক্রান্ত সুবিধা আরও সহজে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

১৭ই সেপ্টেম্বর ‘পিএমএওয়াই আবাস দিবস’-এর প্রাক্কালে এই শাখার উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিকিম সরকারের সমাজকল্যাণ দফতরের সচিব সারিকা প্রধান, IAS। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় গুপ্তা।

পিএনবি হাউজিং ফাইন্যান্সের

এমডি ও সিইও অজয় গুপ্তা জানান, শিলিগুড়ির এই শাখাটি দেশে সংস্থার দ্বিতীয় এবং পূর্ব ভারতে প্রথম পিএমএওয়াই নোডাল ব্রাঞ্চ। এর মাধ্যমে বেতনভোগী ও স্বনির্ভর—উভয় ধরনের গ্রাহকই পিএমএওয়াই-ইউ২.০-এর সুবিধা ও হোম ফাইন্যান্সিং সলিউশন পেতে পারবেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে শিলিগুড়ির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উদ্যোগে প্রথমবার বাড়ি কিনতে চলা গ্রাহকদের জন্য গৃহমালিকানা আরও সহজ হবে।

বর্তমানে দেশজুড়ে পিএনবি হাউজিং ফাইন্যান্সের ৪০০টিরও বেশি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে ২৩০টিরও বেশি শাখা সংস্থার শাসনীয় আবাসন ঋণ বিভাগ ‘রোশনি’-র গ্রাহকদের পরিষেবা দেয়।



## প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা বদলাবে 'অ্যাস আই অ্যাম'

**কলকাতা:** দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব পিপল উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি (এপিডি) ভারতে প্রতিবন্ধকতাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে 'অ্যাস আই অ্যাম' (AS I AM) নামে একটি জাতীয় ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি আন্দোলন শুরু করেছে। ভারতের ৫০ মিলিয়নেরও বেশি প্রতিবন্ধী মানুষকে করুণা বা অনুপ্রেরণার চশমা দিয়ে দেখার প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানোই এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য।

ভারতের ভিজুয়াল গল্পকার ও আলোকচিত্রীদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণ, সং ও আনন্দময় জীবনের বাস্তবতাকে ক্যামেরাবন্দি করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ মধ্যরাত পর্যন্ত এন্ট্রি জমা দেওয়া যাবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বর, ২০২৬ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। সেরা এন্ট্রি, সেরা উদীয়মান গল্পকার ও প্রতিবন্ধী সেরা আলোকচিত্রী—এই তিনটি বিভাগে নগদ অর্থ, মেন্টরশিপ সেশন, স্টক ইমেজ লাইব্রেরিতে প্রবেশ এবং পাবলিক প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়ার



সুযোগ থাকছে।

আর, বালকি, সন্তোষ শিবান, জোসি পল এবং মানসী জোশীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির এই ক্যাম্পেইনের জুরি প্যানেলে যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া, টাইটান কোম্পানির তানিক (লিড স্পন্সর) এবং আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন এই উদ্যোগের প্রধান সমর্থক হিসেবে হাত বাড়িয়েছে।

দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব পিপল উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি (এপিডি)-এর জ্যাকব কুরিয়ান বলেন, “প্রতিবন্ধকতা মানব ইতিহাসের চিরকালীন অংশ হলেও, অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রেই তা

তাদের নিজেদের শর্তে ও স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। ‘অ্যাস আই অ্যাম’ ভারতের প্রতিটি ভিজুয়াল গল্পকারের কাছে আমাদের সেই পরিস্থিতি বদলানোর আহ্বান; আপনার কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকুক বা না থাকুক, এই আন্দোলনে আপনার লেন্স ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। আপনার ক্যামেরাটি তুলে নিন, আপনার বিষয়বস্তু খুঁজে নিন এবং যা বরাবরই ছিল কিন্তু পুরোপুরি দেখা হয়নি, তা বিশ্বকে দেখাতে আমাদের সাহায্য করুন।”

## স্ট্রোভোউলা সোলাকিডু হাতে উঠল 'জাওয়া অল স্টারস ৪২ ববার- সিলভার নাইট'

**কলকাতা:** এফআইডিই খেতাবপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক মাস্টার এবং উইম্যান গ্র্যান্ডমাস্টার গ্রিক দাবা চ্যাম্পিয়ন স্ট্রোভোউলা সোলাকিডু চতুর্থ এডিশনের গ্লোবাল চেস লিগ ২০২৬-এ ‘প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট’ নির্বাচিত হয়ে জিতে নিয়েছেন ‘জাওয়া অল স্টারস ৪২ ববার - সিলভার নাইট’ মোটরসাইকেল। ‘গ্যাজেস গ্র্যান্ডমাস্টার্স’-এর প্রতিনিধিত্ব করে স্ট্রোভোউলা সোলাকিডু তাঁর দলের প্রথম গ্লোবাল চেস লিগ শিরোপা জয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা পারফরমার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

নিজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে ‘গ্রিক দেবী’ নামে পরিচিত স্ট্রোভোউলা সোলাকিডু এই সম্মান এবং মোটরসাইকেলটি অর্জন করেছেন এক অসাধারণ প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে। গুরুত্ব



দিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে যেভাবে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রতিযোগিতায় নিজের জয়গা ফিরে পেয়েছিলেন, তা তাঁর এই অর্জনকে আরও বেশি বিশেষ করে তুলেছে। ক্লাসিক লিজেন্ডসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম থারেজা বলেন, “স্ট্রোভোউলা সোলাকিডুর এই পথচলা নিছক জয় নয়; এটি প্রতিকূলতা পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো, আত্মসংকল্প এবং দলগত চেতনার

এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর এই লড়াই ‘অল স্টারস’ অধ্যায়ের মূল চেতনাকেই মূর্ত করে তুলেছে।” বেসালুরতে চতুর্থ গ্লোবাল চেস লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রা ‘জাওয়া অল স্টারস ৪২ ববার - সিলভার নাইট’ মোটরসাইকেলটি লঞ্চ করেন। যেসব মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে চারপাশের মানুষের প্রতি অনুগত থাকেন, তাঁদের সম্মান জানাতেই এই বাইকটি তৈরি করা হয়েছে। স্ট্রোভোউলা সোলাকিডু এর প্রথম উপযুক্ত বিজয়ী।

তাঁর এই জয় এবং সিলভার নাইট ববার প্রমাণ করে যে, একজন চ্যাম্পিয়নের সাফল্যের নেপথ্যে থাকে অধ্যবসায়, সাহস এবং চ্যালেঞ্জ জয় করার ক্ষমতা। স্ট্রোভোউলা সোলাকিডু প্রকৃত অর্থেই একজন অল স্টার—যিনি নিজের চাল নিজে দেন এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করেন।

## অ্যাডভান্সড স্টিলে বড় সাফল্য এএম/এনএসের

**কলকাতা:** অ্যাডভান্সড স্টিল উৎপাদনে আরও এক ধাপ এগোল আর্সেলের মিল্টল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া (এএম/এনএস ইন্ডিয়া)। সংস্থাটি দুটি নতুন মানদণ্ডের অধীনে ভারতীয় মান ব্যুরোর (বিস) লাইসেন্স পেয়েছে। এর মধ্যে আইএস ২০৬২ (পার্ট ২):২০২৬-এর অধীনে



ভারতের প্রথম অল ইন্ডিয়া ফার্স্ট বিস লাইসেন্স পেয়েছে সংস্থাটি। পাশাপাশি আইএস ১৯২১০:২০২৫-এর অধীনেও বিআইএস সার্টিফিকেট পেয়েছে এএম/এনএস ইন্ডিয়া।

আইএস ২০৬২ (পার্ট ২):২০২৬ হল হট রোল্ড কোয়েল্ড অ্যান্ড টেম্পার্ড ইস্পাতের প্লেট, শিট, স্ট্রিপ ও ওয়াইড ফ্ল্যাটের জন্য নতুন মানদণ্ড। বিশেষ তাপ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি এই ইস্পাত বেশি শক্তি ও স্থায়িত্ব প্রদান করে। সেতু, ভারী প্রকৌশল সরঞ্জাম, খনির যন্ত্রপাতি, অফশোর কাঠামো ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার রয়েছে।

অন্যদিকে, আইএস ১৯২১০:২০২৫ প্রি-পেইন্টেড জিঙ্ক-অ্যালুমিনিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম সংকর ধাতু-প্রলেপযুক্ত স্টিল স্ট্রিপ ও শিটের জন্য প্রযোজ্য। এএম/এনএস ইন্ডিয়ার এই পণ্য আর্সেলের মিল্টলের অস্টিগ্যাল\* প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রচলিত রঙিন প্রলেপযুক্ত স্টিলের তুলনায় এতে বেশি ক্ষয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা, উন্নত প্রান্ত সুরক্ষা, দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং কম রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা রয়েছে। ছাদ

ও আবরণ, প্রি-ইঞ্জিনিয়ার্ড ভবন, গুদাম, রেলপথ ও শিল্প নির্মাণে এর ব্যবহার হয়।

এই দুটি লাইসেন্সের ফলে সরকারি পরিকাঠামো, প্রতিরক্ষা ও সরকারি ক্ষেত্রের প্রকল্পে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন ইস্পাত সরবরাহের সুযোগ বাড়বে। একইসঙ্গে আইএস ২০৬২ (পার্ট ২):২০২৬-এর প্রথম দেশীয় লাইসেন্সধারী হিসেবে বিশেষায়িত ইস্পাতের স্থানীয় সরবরাহের মাধ্যমে আমদানিনির্ভরতা কমানোর পথও তৈরি হয়েছে। পণ্যগুলি সংস্থার হাজিরা ও পুনের অত্যাধুনিক কারখানায় তৈরি হবে। এএম/এনএস ইন্ডিয়ার ইস্পাত ইতিমধ্যেই চেনাব রেল সেতু এবং আইএনএস সুরাট, আইএনএস বিশাখাপত্তনম ও সম্প্রতি কমিশনপ্রাপ্ত আইএনএস মালভানের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিকাঠামো ও নৌ প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্তমানে এএম/এনএস ইন্ডিয়ার মোট ২৫টি বিআইএস সার্টিফিকেট রয়েছে। এর মধ্যে আইএস ৩০৩৯, আইএস ১৮৮০৯:২০২৪ এবং আইএস ২০৬২ (পার্ট ২):২০২৬-এর অধীনে রয়েছে তিনটি অল ইন্ডিয়া ফার্স্ট লাইসেন্স।

## ভাইরাল রবি কিশনে মাতবে সুইগির ডাইনিং উৎসব

**কলকাতা:** সুইগি ডাইনআউট তাদের জনপ্রিয় ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট ‘GIRF’-এর নাম বদলে নিয়ে এসেছে ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রবি ফেস্টিভ্যাল’। ইন্টারনেটের জনপ্রিয় মুখ রবি কিশনের থিমে সাজানো এই উৎসবটি চলবে ২০২৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। এই অফারের আওতায় ভারতের ৮৪টিরও বেশি শহরের ৫৬,০০০+ রেস্তোরাঁয় মিলবে ৫০% পর্যন্ত ছাড়। সঙ্গে থাকছে সমস্ত এইচডিএফসি ব্যাংক কার্ডে অতিরিক্ত ১০% ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট এবং ডাইনক্যাশে ১০% ক্যাশব্যাক।

সুইগি ডাইনআউট এই ক্যাম্পেইনে রবি কিশনকে কেবল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নয়, পুরো উৎসবের মুখ ও ব্যক্তিত্ব বানিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল ট্রেন্ড ও “জলদি সে লেট”-এর মতো জনপ্রিয় রেফারেন্সকে ডাইনিং আউটের সঙ্গে যুক্ত করে তারা তৈরি করেছে এক অনন্য উৎসব। সুইগি ডাইনআউটের এভিপি প্রবিশ

ঠকুর বলেন, ট্রেন্ডিং ইন্টারনেট আইকন রবি কিশনের বিশাল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়েই এবার জিআইআরএফ-এর নাম বদলে ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রবি ফেস্টিভ্যাল’ রাখা হয়েছে। কেবল স্রোতে ভেসে না

থেকে তাকে কেন্দ্র করে এই উৎসব সাজানো হয়েছে, যা আরও বেশি দর্শক টানবে কারণ “ডিসকাউন্ট ফলোজজজ মাই ব্রাদাআআআর।” দিল্লি, মুম্বাই, বেসালুর, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ের মতো

দেশের প্রতিষ্ঠিত ডাইনিং ক্যাপিটাল সহ গোয়া, জয়পুর, ইন্দোর, কোয়েম্বাটোর, চণ্ডীগড়, লখনউ এবং উদয়পুরের মতো উদীয়মান ডাইনিং ডেস্টিনেশন সহ ৮৪টিরও বেশি শহরে এই উৎসব ছড়িয়ে পড়বে।

এই এডিশনে গুড ফ্লিপিন বার্গারস, পাঞ্জাব গিল, ইউমি, ওয়ান এইট কমিউন, মেইনল্যান্ড চায়না, প্যারাডাইস বিরিয়ানি এবং এসোসালিউট বারবিকিউজ-এর মতো জনপ্রিয় ডাইনিং ব্র্যান্ড অংশগ্রহণ করছে। ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রবি ফেস্টিভ্যাল’ ডিজিটাল, সোশ্যাল এবং ক্রিয়েটর ইকোসিস্টেমের পাশাপাশি ডাইনআউট প্ল্যাটফর্মের ইন-অ্যাপ স্টোরিটেলিং ফর্ম্যাটের মাধ্যমে প্রচার পাবে। ইন্টারনেটে রবি কিশান যেভাবে সর্বত্র বিরাজমান, পুরো উৎসবে তাকে ঠিক সেভাবেই যুক্ত রাখা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের লিঙ্ক: <https://www.instagram.com/P/DDRJRXGTGYED/>

## বিজ্ঞাপন ব্যবস্থায় আস্থা গড়তে এএসসিআই-এর ভিশন ২০৩২ প্রকাশ

**কলকাতা:** অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (ASCI) তাদের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) ভিশন ২০৩২ প্রকাশ করেছে। ২০২৭ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত এই রোডম্যাপে ভারতের বিজ্ঞাপন ব্যবস্থায় আস্থার পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্যক্তিকেন্দ্রিক যোগাযোগ, রিটেল মিডিয়া এবং নতুন ডিজিটাল ফরম্যাটের মতো পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এএসসিআই নীতি, গবেষণা, শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং শিল্পক্ষেত্রের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধমূলক ভূমিকা আরও বাড়াবে। প্রচলিত স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকবে কাজের কেন্দ্রে।

এই পরিকল্পনার আওতায় এএসসিআই তিনটি উৎকর্ষ কেন্দ্র

গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে— আইন ও নীতি, বিজ্ঞাপনে দায়িত্বশীল আইন উদ্ভাবন এবং ক্রিয়েটর উৎকর্ষ ও আস্থা। আইন ও নীতি ফোরামে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিল্পক্ষেত্র এবং ভোক্তাদের যুক্ত করা হবে। আইন কেন্দ্রটি সৃজনশীলতা, লক্ষ্যভিত্তিক বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিকেন্দ্রিকীকরণ ও ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিংয়ে আইন-এর দায়িত্বশীল ব্যবহার নিয়ে কাজ করবে। ক্রিয়েটর উৎকর্ষ ও আস্থা কেন্দ্রটি ক্রিয়েটরদের প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন, তথ্য প্রকাশ, নিয়ম মেনে চলা এবং গবেষণায় নজর দেবে।

বোর্ড বর্তমান চেয়ারপার্সন সুধাংশু ভাটস-কে আরও এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগ করেছে। এই সুপ্রামণ্যেব্ধ ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরিতোষ জোশি অনারারি ট্রেজারার

হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এএসসিআই অ্যাকাডেমি প্রশিক্ষণ, ভোক্তা শিক্ষা ও চিন্তাশীল নেতৃত্বের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনে আস্থা সূচক, শিল্পক্ষেত্র ও পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা অংশীদারিত্ব এবং এএসসিআই অ্যাডভার্টাইজিং-এর মতো উদ্যোগ নেবে। এদিকে এএসসিআই-এর অভিযোগ বিভাগ ভোক্তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র ও নতুন বিজ্ঞাপন প্রবণতায় স্বতঃপ্রণোদিত নজরদারি আরও শক্তিশালী করবে। নজরদারি বাড়তে বিভিন্ন আইন প্রযুক্তির ব্যবহারও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভিশন ২০৩২-এর লক্ষ্য হল স্ব-নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নীতি, গবেষণা, শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে বিজ্ঞাপনের প্রতি আস্থা আরও শক্তিশালী করা।

## প্রযুক্তিগত রূপান্তরে অ্যাক্সিস ব্যাংকের ‘এএমএস ২.০’

**কলকাতা:** শীর্ষস্থানীয় আইনি নির্মাণ ও প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কগনিজ্যান্ট (NASDAQ: CTSI) এবং ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংক অ্যাক্সিস ব্যাংক জানিয়েছে, অ্যাক্সিস ব্যাংকের ‘এএমএস ২.০’ (AMS 2.0) উদ্যোগের আওতায় কগনিজ্যান্টের ‘অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস’ (AMS) সফলভাবে বাস্তবায়ন ও গো-লাইভ হয়েছে। এএমএস ২.০ একটি যৌথভাবে পরিচালিত প্রোগ্রাম, যার লক্ষ্য অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট পরিষেবা ডেলিভারি গভর্নেন্স ও অপারেশনাল সামঞ্জস্য উন্নত করা এবং অটোমেশন ত্বরান্বিত করা। এর মাধ্যমে পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যয়-দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা, সম্প্রসারণযোগ্যতা এবং প্রমিত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

অ্যাক্সিস ব্যাংকের নেতৃত্বে এই

উদ্যোগটি ব্যাংকের প্রযুক্তিগত রূপান্তরের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এর লক্ষ্য ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্মে স্টেকহোল্ডারদের উন্নত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সম্প্রসারণযোগ্য, স্থিতিস্থাপক ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী আইটি পরিচালন কাঠামো গড়ে তোলা।

পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তির আওতায় কগনিজ্যান্ট অ্যাক্সিস ব্যাংকের শাখা ও কার্যক্রম, কার্ড, করপোরেট ব্যাংকিং ও ট্রেজারি, কোর প্ল্যাটফর্ম ও পেমেন্ট, অর্থ ও হিসাবরক্ষণ, খুচরা ও পাইকারি ব্যাংকিং এবং ডেটা প্ল্যাটফর্ম ও ইন্টিগ্রেশন-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক বিভাগের ব্যবস্থাকে সহায়তা দেবে।

অ্যাক্সিস ব্যাংকের ইনফরমেশন টেকনোলজি ও রিটেইল অপারেশনস বিভাগের গ্রুপ হেড অবিনাশ রাঘবেন্দ্র

বলেন, “ব্যাংকের কার্যক্রমে আরও শক্তিশালী, সম্প্রসারণযোগ্য ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা-নির্ভর মডেল গড়ে তুলতেই ‘এএমএস ২.০’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় কগনিজ্যান্ট আমাদের জটিল অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশকে সহায়তা করতে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে। ভবিষ্যতেও এএমএস ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমরা আশাবাদী।”

কগনিজ্যান্ট-এর এশিয়া প্যাসিফিক ও জাপান অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট গণেশ আইয়ার বলেন, “অ্যাক্সিস ব্যাংকের ‘এএমএস ২.০’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে যৌথভাবে কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সুশৃঙ্খল পরিষেবা, সুশাসন-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং অটোমেশনের দায়িত্বশীল ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণে আমাদের দল কাজ করেছে।”

## কলকাতায় বেন্টলের এ আই-নির্ভর পরিকাঠামো উদ্ভাবন

**কলকাতা:** কলকাতায় ‘বেন্টলে ইনোভেশন ডে’ আয়োজন করল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার সংস্থা বেন্টলে সিস্টেমস। অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ার, পরামর্শদাতা, ঠিকাদার ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা এ আই, ডিজিটাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সংযুক্ত ডেটার মাধ্যমে পরিকাঠামোর পরিকল্পনা, নির্মাণ ও পরিচালনায় পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন।

কলকাতার সঙ্গে বেন্টলের বিশ্বখ্যাত স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং সমাধান স্ট্যাড (STAAD)-এর বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। ভারতে তৈরি স্ট্যাড (STAAD) বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত এবং বেন্টলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং পোর্টফোলিওর অংশ।



অনুষ্ঠানে এ আই-নির্ভর ওয়ার্কফ্লো ও মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল (MCP) প্রযুক্তি তুলে ধরা হয়। বেন্টলে

সিস্টেমসের সাউথ এশিয়া অঞ্চলের রিজিওনাল এক্সিকিউটিভ কমলাকান্ত তিরুভাদিবলেন, স্ট্যাড (STAAD)-এর মাধ্যমে কলকাতা বেন্টলের ইঞ্জিনিয়ারিং যাত্রায় বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ আই ও নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারদের আরও দ্রুত, স্মার্ট ও সৃজনশীলভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য।

ডিজিটাল টুইন, রিয়েলিটি মডেলিং, এ আই-সহায়িত ইঞ্জিনিয়ারিং ও উন্নত সিমুলেশনের মাধ্যমে আরও সংযুক্ত ও বুদ্ধিমান পরিকাঠামো তৈরির বিষয়েও অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়। কলকাতার পর বেন্টলের ইনোভেশন ডে সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে দিল্লিতে।

## চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় বিশেষ উদ্যোগ, চালু ‘ওজোন শিল্ড’



**কলকাতা:** চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে ‘ওজোন শিল্ড’ উদ্যোগ চালু করল ওজোন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। সংস্থার দাবি, ভারতীয় কোনও ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এটি প্রথম ধরনের উদ্যোগ। চিকিৎসকদের উপর হিংসা, হয়রানি ও ভিত্তিহীন আইনি মামলার পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা, আইনি সহায়তা এবং মানসিক সুস্থতার সহায়তা দেওয়া হবে। উদ্যোগটির সূচনা করেন ডঃ কিরণ বেদী (আইপিএস), পুদুচেরির প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি।

এআইআইএমএস, সফদরজং হাসপাতাল ও ভিএমএমসি-এর

বিশেষজ্ঞদের দেশব্যাপী সমীক্ষায় ১,৫০০-রও বেশি স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে ৭৮.৪ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে হুমকির মুখে পড়েছেন এবং ৫৮.২ শতাংশ নিজেদের নিরাপদ মনে করেননি। সংস্থার বক্তব্য, অধিকাংশ আইনি মামলায় শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকরা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হননি।

ওজোনের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুভাষ সেহগাল বলেন, “রক্ষকদের সুরক্ষাই ওজোন শিল্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য।” প্রায় তিন দশক ধরে চিকিৎসকদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

উদ্যোগের আওতায় হুমকি বা হেনস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা,

আইনি সহায়তা ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে মানসিক সহায়তা দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে জীৱোগ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। চিকিৎসকরা শিল্ড হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটের মাধ্যমে নিজেদের নথিভুক্ত করতে পারবেন।

ওজোনের সিইও অনিল কোঠিয়াল বলেন, চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়ানো সংস্থার দায়িত্ব। চিকিৎসকদের অসাধারণ কাজ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং তাঁদের প্রতি সম্মান জোরদার করাও এই উদ্যোগের লক্ষ্য। সেহগালের আশা, ভবিষ্যতে কোনও চিকিৎসককেই এই উদ্যোগ ব্যবহার করতে হবে না।

## বাউমা কনএক্সপোতে টাটা মোটরসের নতুন চমক



**কলকাতা:** ১৫ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত বাউমা কনএক্সপো ইন্ডিয়া ২০২৬-এ টাটা মোটরস তাদের পরবর্তী প্রজন্মের অ্যাগ্রিগেটস পোর্টফোলিও প্রদর্শন করেছে। নির্মাণ, উপকরণ পরিবহণ, শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রয়োগ এবং লজিস্টিকসের জন্য তৈরি বিভিন্ন সমাধান তুলে ধরা হয় এই প্রদর্শনীতে।

সংস্থাটি ১০ কেভিএ থেকে ১২৫ কেভিএ পর্যন্ত সিপিএসিবি IV+ মানসম্পন্ন জেনারেটর সেট, ০.৭ লিটার থেকে ৩.৩ লিটার পর্যন্ত

শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের ইঞ্জিন এবং এইচআর ২১০ লাইভ অ্যাক্সেল প্রদর্শন করেছে। সংস্থার দাবি, এইচআর ২১০ লাইভ অ্যাক্সেল হল ভারতের প্রথম হাব রিডাকশন অ্যাক্সেল, যাতে স্থানীয়ভাবে তৈরি উপাদানের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

জেনারেটর সেটের ইঞ্জিন পরিসরে রয়েছে ১০-১৫ কেভিএ ক্ষমতার জন্য ০.৭ লিটারের দুই-সিলিন্ডার ইঞ্জিন এবং ২০-৩৫ কেভিএ ক্ষমতার জন্য ১.৫ লিটারের চার-সিলিন্ডার ইঞ্জিন।

শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের ইঞ্জিনের তালিকায় রয়েছে ৪৯৭ ন্যাচারালি এ, ৪৯৭ টিসি এবং ৩.৩ লিটার টিসি ইঞ্জিন। এগুলি যথাক্রমে ৪১ কিলোওয়াট, ৭৪ কিলোওয়াট এবং ১০১.৫ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন করে। জেনারেটর সেটগুলিতে রয়েছে বুদ্ধিমান রিমোট মনিটরিং ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে যন্ত্রের কার্যক্ষমতা ও ত্রুটি নির্ণয়ের তথ্য দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করা এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

টাটা মোটরস কমার্শিয়াল ভেহিকলসের যন্ত্রাংশ ও অ্যাগ্রিগেটস ব্যবসার প্রধান বিক্রম আগরওয়াল বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করার উপযোগী ইঞ্জিন, জেনারেটর সেট এবং অ্যাক্সেল সংস্থাটি ভারতেই তৈরি করেছে। পূর্বাঞ্চলের বাজারে নির্মাণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, উপকরণ পরিবহণ এবং শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজে প্রদর্শিত এই পণ্যগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ভারী কাজের উপযোগী সরঞ্জামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

# ব্যস্ত জীবনে মনের যত্ন

## মাত্র ৩০

## সেকেন্ডের

## মাইক্রো-অভ্যাসে

## দূর করুন

## মানসিক চাপ



আধুনিক জীবনের দৌড়ঝাঁপ ও মানসিক স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জ বর্তমান যুগে আমরা প্রত্যেকেই এক অন্তহীন দৌড়ঝাঁপের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। কাজের চাপ, ব্যক্তিগত ব্যস্ততা, এবং চারপাশের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ আমাদের জীবনকে কঠিন করে তুলেছে। সারাদিন কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে করতে কখন যে আমরা চরম মানসিক অবসাদ বা উদ্বেগের শিকার হই, তা আমরা নিজেরাও টের পাই না।

মানসিক শান্তি বা সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত জিম যাওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যান করা কিংবা উইকএন্ডে আইস সুইমিং বা বরফ জলে সাঁতার কাটার মতো আধুনিক সেলফ-কেয়ার ট্রেন্ডগুলো শুনতে দারুণ আকর্ষণীয় মনে হলেও, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত মানুষের পক্ষে সেগুলোর পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে স্বস্তির বিষয় হলো, সাম্প্রতিককালের বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে মন ভালো রাখতে এবং মানসিক চাপ কমাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। মাত্র ৩০ সেকেন্ড বা তার চেয়েও কম সময়ের ছোট অথচ অত্যন্ত কার্যকরী কিছু অভ্যাসের মাধ্যমেই আমরা আমাদের মুড, শক্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে অনেকটাই উন্নত করতে পারি। এই ছোট ও সহজ অভ্যাসগুলোকে বলা হয় “মাইক্রো-প্র্যাকটিস”।



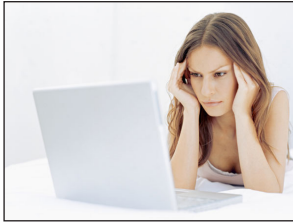
### লাফটার যোগ বা হাসির যোগাসন কৃত্রিম হাসি থেকে প্রকৃত আনন্দ

হাসি যে শ্রেষ্ঠ ঔষধ, তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের জটিলতায় আমাদের মুখ থেকে হাসি যেন হারিয়েই যেতে বসেছে। আর এখানেই ম্যাজিক দেখাতে পারে “লাফটার যোগ” বা হাসির যোগ।

প্রথাগত যোগব্যায়ামের মতো এটিও একটি শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম দিয়ে শুরু হয়, যার পরে আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বা কৃত্রিমভাবে হাসতে বলা হয়। শুনতে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু গবেষকদের মতে, প্রথম দিকে কৃত্রিমভাবে শুরু করা এই হাসি কিছুক্ষণ পর একটা ছোঁয়াচে ও প্রকৃত হাসিতে রূপ নেয়। নেদারল্যান্ডসের ডেলফ্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির গবেষক নাটালি ভান ডার ওয়ালের মতে, এই ধরনের নন-হিউমারাস বা কৌতুকহীন হাসি উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা দূর করতে সাধারণ মজার হাসির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ কার্যকরী।

**পদ্ধতি:** প্রথমে গভীরভাবে তিনবার শ্বাস নিন এবং আপনার হাত পেটের ওপর রাখুন। এরপর কোনো কারণ ছাড়াই হালকাভাবে হাসতে শুরু করুন। যদি এটা কঠিন মনে হয়, তবে “হি হি হি, হা হা হা” বলে শুরু করতে পারেন

এবং ধীরে ধীরে হাসির শব্দ বাড়াতে থাকুন। দেখবেন, এক সময় এটি সত্যিকারের হাসিতে পরিণত হয়েছে। সবশেষে আরেকটি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে আজকের দিনে আপনার জীবনে যা যা ভালো রয়েছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

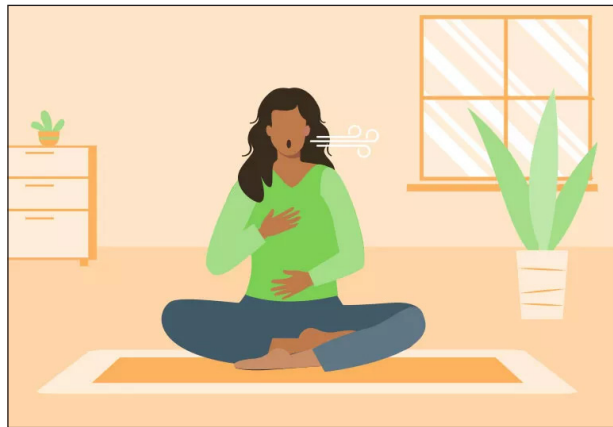


### মাইক্রো যোগ ফ্রিন থেকে চোখ ফিরিয়ে শরীরের ফ্লেক্সিবিলিটি ফেরানো

যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ল্যাপটপ বা ডেস্কে বসে কাজ করেন, তাঁদের ঘাড়, পিঠ ও মেরুদণ্ডে এক ধরনের বাথা বা অস্বস্তি তৈরি হয়। সারাদিন সামনের দিকে কুঁজো হয়ে বসে থাকার কারণে শরীরে যে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি জমে, তা দূর করতে অত্যন্ত কার্যকরী হলো “মাইক্রো যোগ” বা সংক্ষিপ্ত স্ট্রেচিং। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর মাত্র ১৫ থেকে ৩০ সেকেন্ডের জন্য সামান্য স্ট্রেচ বা শরীর টানটান করলে কাজের উৎপাদনশীলতা প্রায় ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যখন এই স্ট্রেচিংয়ের সাথে গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস এবং মনঃসংযোগ বা মাইন্ডফুলনেস যুক্ত করা হয়, তখন তা মানসিক কষ্ট ও বার্নআউট কমাতে জাদুর মতো কাজ করে।

**পদ্ধতি:** আপনার দুই হাতের আঙুলগুলো পিঠের পেছনে একে অপরের সাথে জট পাকিয়ে ইন্টারলস করুন। এরপর যখন শ্বাস নেবেন, তখন আপনার বাহুগুলো নিচের দিকে প্রসারিত করুন এবং আস্তে আস্তে বুকটি একটু ওপরে তুলুন। শ্বাস ছাড়ার সময় শরীরকে শিথিল করুন। এভাবে দুই থেকে তিনবার ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়ে এই ভঙ্গিতে থাকুন।

### স্লো ব্রিথস বা গভীর ও ধীর শ্বাস



### নার্ভাস সিস্টেম শান্ত করার উপায়

আপনার যদি হঠাৎ করে অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা উদ্বেগ অনুভূত হয়, তবে নার্ভাস সিস্টেমকে শান্ত করার জন্য গভীর শ্বাসের চেয়ে কার্যকরী ঔষধ আর কিছু হতে পারে না।

শারীরিক ও জৈবিক দিক থেকে, দীর্ঘ ও ধীর গতিতে শ্বাস নেওয়া আমাদের শরীরের সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের “ফাইট অর ফ্লাইট” বা লড়াই করার বা পালিয়ে যাওয়ার অবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে

সক্রিয় করে তোলে, যাকে শরীরের “রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট” বা বিশ্রাম ও পরিপাকের অবস্থা বলা হয়। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র তিনটি ধীর ও গভীর শ্বাস আমাদের মস্তিষ্কের আলফা তরঙ্গকে (যা শান্ত ও মনোযোগী মনোযোগের সাথে সম্পর্কিত) এবং থেটা তরঙ্গকে (যা গভীর শিথিলতার সাথে যুক্ত) দ্রুত বৃদ্ধি করে।

**পদ্ধতি:** একটি আরামদায়ক ভঙ্গিতে বসুন এবং চোখ বন্ধ করুন। প্রায় ১০ সেকেন্ড সময় নিয়ে তিনটি দীর্ঘ ও ধীর শ্বাস নিন, যেখানে শ্বাস নেওয়ার চেয়ে শ্বাস ছাড়ার সময়টি কিছুটা দীর্ঘ হবে। বাতাসের ফুসফুসে প্রবেশ এবং বের হওয়ার অনুভূতিতে সম্পূর্ণ মন দিন। সারা দিন জুড়ে যখনই আপনার মন অতিরিক্ত চঞ্চল বা উদ্বিগ্ন হবে, তখনই এই পদ্ধতিটি পুনরাবৃত্তি করতে পারেন।

### সেলফ-কম্যাশনেন্ট টাচ বা আত্ম-সহানুভূতির স্পর্শ কর্টিসল হরমোন কমানোর উপায়

মানুষ হিসেবে স্পর্শের গুরুত্ব আমাদের জীবনে অপরিহার্য। শারীরিক স্পর্শ আমাদের মনে এক অদ্ভুত শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। তবে সবার পক্ষে সব সময় স্পর্শ বা সান্নাধ্য পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সুখের বিষয় হলো, গবেষকদের মতে আমরা নিজেদের শরীরেই এমন কিছু স্পর্শ বা “সেলফ-সোথিং টাচ” প্রয়োগ করতে পারি, যা মাত্র ২০ সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের শরীরে চমৎকার মানসিক শান্তি এনে দিতে পারে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে ব্যক্তির নিজের বুক বা পেটের ওপর হাত রেখে নিজেদের প্রতি সদয় বা ইতিবাচক চিন্তা করেছেন, কর্টিক্স গ্রন্থির তুলনায় তাঁদের শরীরে স্ট্রেস হরমোন অর্থাৎ কর্টিসল-এর মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

**পদ্ধতি:** আপনার এক বা উভয় হাত আলতো করে আপনার বকের ওপর বা ওপরের বাহুতে রাখুন। একটি দীর্ঘ শ্বাস নিন এবং আপনার হাতের উষ্ণতা ও মৃদু চাপের ওপর মন দিন। একই সাথে নিজের মনে নিজের সম্পর্কে কিছু দয়া ও প্রশংসাসূচক বা ইতিবাচক কথা বলুন।

**নিজের জীবনধারার সাথে মানানসই অভ্যাস বেছে নিন**  
সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই সমস্ত কৌশল একসঙ্গে চেষ্টা করার বা প্রতিদিন সবকটি করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার জীবনধারা এবং সুবিধার সাথে যা সবচেয়ে ভালোভাবে মানিয়ে যায়, ঠিক সেটাই বেছে নিন। নাটালি ভান ডার ওয়ালের মতে, “সবকিছু পরীক্ষা করে দেখুন এবং দেখুন আপনার জন্য কোনটি উপযুক্ত। প্রতিটি মানুষের শরীরের চাহিদা আলাদা হতে পারে। আপনার শরীরে ও মনে যা ভালো লাগবে, সেটাই করুন।”

আমরা হাঁটার সময়, ঘরের কাজ বা রান্নাবান্না করার সময় কিংবা কোনো সাধারণ কাজের ফাঁকেও এই ছোট ছোট মাইন্ডফুল ব্রেকগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সহজেই যুক্ত করতে পারি। এটি আমাদের মানসিক চাপ কমাতে এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। আজ থেকেই আপনার ব্যস্ত রুটিনের মাঝে মাত্র ৩০ সেকেন্ড বের করে এই মাইক্রো-অভ্যাসগুলোর কোনো একটি চর্চা শুরু করুন এবং নিজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করুন।



## পৌরনিগমে সিটুর ধর্না

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** বেতন বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট সময়ে বেতন প্রদানের দাবিতে আন্দোলনে নামল সিটুর দার্জিলিং জেলা কমিটি। দীর্ঘদিন ধরে একই বেতনে কাজ করেও বেতন বৃদ্ধি না হওয়া এবং সময়মতো বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলে ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পৌরনিগম অভিযান করেন সিটু নেতৃত্ব ও 'নির্মল বন্ধু' প্রকল্পের অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বছরের প্রায় ৩৬৫ দিনই তাঁদের কাজ করতে হয়। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে বেতন পান না তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে একই বেতনে কাজ করলেও বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সমস্ত অস্থায়ী সাফাই কর্মীর বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে বেতন প্রদান নিশ্চিত

করতে হবে।

দাবি আদায়ে বৃহস্পতিবার 'নির্মল বন্ধু' প্রকল্পের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি পৌরনিগমে পৌঁছন সিটু নেতৃত্ব। অভিযোগ, এদিন আন্দোলনকারীরা পৌরনিগমের গেট ধাক্কা দিয়ে খুলে চত্বরে প্রবেশ করেন। এরপর পৌরনিগমে গেট আটকে চত্বরেই ধর্নায় বসেন তাঁরা।

সেখানে উপস্থিত সিপিএম নেতা শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা একই বেতনে কাজ করে চলেছেন। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও বাড়বে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।



## মুখ্যমন্ত্রীর সহায়ক প্রয়াত চন্দ্রনাথের মা হংসরানী নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থী বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গে নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা হংসরানী রথকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। চন্দ্রনাথ রথ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রয়াত ব্যক্তিগত সহায়ক ছিলেন, যিনি শুভেন্দুর শপথ গ্রহণের ঠিক দুদিন আগে মধ্যগ্রামে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর পরিবারকে সাহায্য দিতে যান এবং তাদের অভিভাবক হওয়ার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, হংসরানী রথ নিজেও পাঁচবারের পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে বিজয়ী এক অভিজ্ঞ



নেত্রী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এই নন্দীগ্রাম আসনটি শুভেন্দু অধিকারী ছেড়ে দেওয়ার কারণে শূন্য হয়েছিল, কারণ তিনি বিধানসভা নির্বাচনে দুটি আসন থেকেই জয়লাভ করে ভবানীপুর আসনটি নিজের কাছে রেখে দেন। আগামী ৬ অক্টোবর এই

উপনির্বাচন হবে। এছাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্যও বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। এই আসনে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাক্তন সভাপতি

সরকার-কে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর নওদা ও রেজিনগর—দুটি আসন থেকেই জয়ী হওয়ার পর রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফলে সেখানেও উপনির্বাচন হচ্ছে। অন্যদিকে, এই উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘাসফুল শিবির অর্থাৎ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসও ময়দানে নেমে পড়েছে। তারা নন্দীগ্রাম আসনে সঙ্ঘিতা প্রধান (দে) এবং রেজিনগর আসনে রবিউল আলম চৌধুরীকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এই দুই আসনে যথাক্রমে মিলন প্রধান (নন্দীগ্রাম) এবং মহম্মদ আবদুল্লাহ কাফিকে (রেজিনগর) প্রার্থী করা হয়েছে।

## শিলিগুড়ির গণেশ পূজা পরিপ্রমা



চম্পাসারি রেগুলেটেড মার্কেট, শিলিগুড়ি  
ছবি : রাজ দে



রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাব, সুকান্তনগর অটোস্ট্যান্ড, শিলিগুড়ি  
ছবি : মৈত্রেয়ী বিশ্বাস



কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, বিধান রোড, শিলিগুড়ি  
ছবি : অঙ্কিতা চন্দ



ওরিয়েন্টাল বয়েজ ক্লাব, সুকান্তপল্লী, শিলিগুড়ি  
ছবি : রাজ দে



বিধান মার্কেট, অটোস্ট্যান্ড, শিলিগুড়ি  
ছবি : রাজ দে

# মেঘালয় জাতীয় গেমস ২০২৭-এৰ আগে উত্তৰ-পূৰ্ব আন্তঃৰাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশ্বিপ

## নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলং:** উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল জোন আন্তঃৰাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ দীৰ্ঘ ১০ বছৰ পৰা প্ৰথমবাৰ মেঘালয়ে ফিৰে এসেছে। এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ টুৰ্নামেন্টটি রাজ্যে অত্যন্ত প্ৰাতিষ্ঠিত ‘জাতীয় গেমস ২০২৭’-এৰ দলগত ইভেন্টগুলোর জন্য আনুষ্ঠানিক কোয়ালিফাইং রাউন্ড বা বাছাইপৰ্ব হিসেবে কাজ কৰেছে।

সম্প্ৰতি শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শুরু হওয়া এই চ্যাম্পিয়নশ্বিপ চলবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বৰ ২০২৬ পৰ্যন্ত। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটটি রাজ্য—আসাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, মিজোৰাম, মণিপুৰ, নাগাল্যান্ড, ত্ৰিপুৰা এবং সিকিম থেকে ২৫০ জনেরও বেশি শীৰ্ষস্থানীয় শাটলার এই টুৰ্নামেন্টে অংশ নিতে একত্ৰিত হয়েছেন।

মেঘালয় সরকারের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী ওয়াইলাদমিকি শিল্পা বলেন যে, দীৰ্ঘ দশ বছৰ পৰা শিলংয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চ্যাম্পিয়নশ্বিপের প্ৰত্যাবৰ্তন এমন এক অত্যন্ত উপযুক্ত মুহূৰ্তে ঘটেছে, যখন মেঘালয় আগামী বছৰ ৩৯তম জাতীয় গেমস আয়োজনের জন্য সৰ্বাধিক প্ৰস্তুতি



নিচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, রাজ্যটির ক্রীড়া বাজেট আট থেকে নয় বছৰ আগের মাত্র ৪০ কোটি টাকা থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে এক বিশাল ৮৪৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

এই তহবিলের মূল উদ্দেশ্য হলো যুবসমাজকে আরও উন্নত পৰিকাঠামো, সঠিক প্ল্যাটফর্ম এবং সুযোগ প্ৰদান

করা। সেই সাথে পুরস্কারের অর্থও বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে এখন জাতীয় গেমসের স্বৰ্ণপদক বিজয়ীরা সৰাসরি ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাচ্ছেন। তাছাড়া, মন্ত্রী শিল্পা রূপান্তরমূলক ‘মেঘালয় আউটস্ট্যান্ডিং ডিৱেস্টেড অ্যাপয়েন্টমেন্ট পলিসি’-এৰ ওপৰ বিশেষ জোৰ দেন। এই নীতি অনুযায়ী, জাতীয় ও আন্তৰ্জাতিক প্ৰধান ইভেন্টগুলোতে পদক অৰ্জনকাৰী রাজ্যের অ্যাথলেটদের সৰাসরি সৰকাৰি চাকরির নিশ্চয়তা দেওয়া হছে।

এই নীতিটি অ্যাথলেটদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক, কাৰণ এটি তাদের সৰকাৰি পদে যোগদানের আগে উচ্চশিক্ষা অৰ্জন বা তাদের ক্রীড়া কাৰিয়াকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য দশ বছৰ পৰ্যন্ত একটি গ্ৰেচ পিৰিয়ড বা অতিৰিক্ত সময়ও প্ৰদান কৰে। জাতীয় গেমসের প্ৰস্তুতির কথা বলতে গিয়ে তিনি নিশ্চিত কৰেছেন যে, চূড়ান্তভাবে নিৰ্বাচিত রাজ্য দলকে তাদের চলমান প্ৰশিক্ষণের খৰচ চালাতে একটি নিৰ্দিষ্ট উপবৃত্তি বা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

কোৰিয়া মাস্টার্স খেতাব জয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় এবং টুৰ্নামেন্টে আসামের প্ৰতিনিধিত্বকাৰী তারকা শাটলার অশ্বিতা চালিহা প্ৰায় এক দশক পৰা উত্তৰ-পূৰ্ব আন্তঃৰাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশ্বিপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰতে শিলংয়ে

ফিৰে ক্রীড়া ক্ষেত্ৰের এই অগ্ৰগতির প্ৰশংসা কৰেন। আগামী বছৰ আসন্ন জাতীয় গেমসের জন্য আয়োজক রাজ্যের ভেন্যু প্ৰস্তুতি এবং পৰিকাঠামো তৈরির বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত কৰে চালিহা পুৰো অঞ্চলে তৃণমূল স্তরের প্ৰতিভাৰ দ্ৰুত বিকাশ তুলে ধৰেন। তিনি লক্ষ্য কৰেছেন যে, উদীয়মান তৰুণ শাটলাররা কাঠামোগত প্ৰশিক্ষণের মাধ্যমে উঠে আসলেও, জাতীয় ও আন্তৰ্জাতিক এলিট সৰ্কিটগুলোর সাথে ব্যৱধান কমানোর জন্য সঠিক গ্ৰমিং এবং উচ্চ-স্তরের ম্যাচ এক্সপোজাৰ বা অভিজ্ঞতা অত্যন্ত জৰুৰি। মেঘালয়ের তৰুণ অ্যাথলেটদের একটি বিশেষ বার্তা দিয়ে তিনি তাদের কোনো বাড়াতি চাপের বোঝা ছাড়াই স্বাভাবিক খেলা উপহাৰ দেওয়ার আহ্বান জানান।

প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিসমাম্তিৰ বাইৰেও, এই চ্যাম্পিয়নশ্বিপের সফল আয়োজন মেঘালয়ের ক্রীড়া ইতিহাসের জন্য একটি বৃহত্তৰ মাইলফলক। রাজ্যটি যখন আগামী বছৰ ৩৯তম জাতীয় গেমস আয়োজনের পথে সফলভাবে এগিয়ে চলেছে, তখন এই ধরনের একটি প্ৰধান আঞ্চলিক ক্রীড়া ইভেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন কৰা মেঘালয়কে ভৱিষ্যতে আরও বড় জাতীয় ও আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্ৰে এক ধাপ এগিয়ে ৰাখল।

## আন্তৰ্জাতিক যোগাসনে সোনা জিতলেন পম্পা

### বিশেষ প্রতিবেদন



সংসার, অনলাইন টিউশন ও যোগাসনের ক্লাস—সব দায়িত্ব সামলে আন্তৰ্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পেলেন পশ্চিম বৰ্ধমানের আসানসোলের বানপুৰের বৈষ্ণৱবর্ধের গৃহবধূ পম্পা পাল। থাইল্যান্ডের পাতায়ান অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক যোগাসন প্ৰতিযোগিতায় ৪২-৫০ বছৰ বয়সি বিভাগে স্বৰ্ণপদক জিতেছেন তিনি।

নয়টি দেশের প্ৰতিযোগীদেৰ নিয়ে আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতায় যোগাসনের পাঁচটি আসনে অংশ নেন প্ৰতিযোগীরা। এর মধ্যে তিনটি ছিল বাধ্যতামূলক এবং দুটি ঐচ্ছিক। কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে প্ৰতিযোগিতাৰ জন্য নিজেৰে প্ৰস্তুত কৰেন পম্পা।

ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে শুরু

হয় তাঁর দিন। সংসারের কাজ সামলে সকাল ও বিকেলে যোগাসনের ক্লাস নেন। এরই ফাঁকে নিজের অনুশীলন চালিয়ে আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰস্তুতি নিয়েছেন তিনি। যোগাসন শেখানোর পাশাপাশি অনলাইন টিউশনও কৰেন পম্পা।

আন্তৰ্জাতিক সাফল্যের পৰা পম্পাৰ আবেদন, রাজ্যন্তৰ থেকে প্ৰতিভাবান যোগাসন প্ৰতিযোগীদের জাতীয় স্তরে যাওয়ার আরও সুযোগ তৈরি কৰা হোক। তাঁর মতে, সঠিক সুযোগ পেলে বাংলার আরও বহু প্ৰতিভাবান প্ৰতিযোগী দেশের হয়ে সাফল্য আনতে পাববেন।

## জয় দিয়ে অলিম্পিয়াড অভিযান শুরু

### নিজস্ব প্রতিবেদন

**সমৰংখন:** ১৭ সেপ্টেম্বৰ উজবেকিস্তানের সমৰংখনে অনুষ্ঠিত ৪৬তম বিশ্ব দাবা অলিম্পিয়াডের প্ৰথম দিনে ভাৰতীয় নারী দল ডোমিনিকান প্ৰজাতন্ত্ৰের বিরুদ্ধে ৪-০ ব্যবধানের এক দুৰ্দান্ত জয় দিয়ে তাদের অভিযান শুরু কৰেছে।

ভাৰতের শীৰ্ষস্থানীয় কোনূৰ হাম্পি ফ্ৰান্সেস্কা ৰামিৰেজ লুজনকে পৰাজিত কৰে বিজয়ী সূচনা কৰেন, অন্যদিকে আর বৈশালী মিগুয়েলিনা ডি লা ৰোসা মাৰ্টিনেজের বিরুদ্ধে সহজেই জয় তুলে নেন। মেরি ললি গঞ্জলেজ পেণ্ডুয়েরোর বিরুদ্ধে ভক্তিকা আগৰওয়ালকে অবশ্য কিছুটা কষ্ট কৰেই জিততে হয়। বি সৱিতা শ্ৰী কাৰ্ণা মিয়া নুনিজে ডিয়াজেৰ বিরুদ্ধে জয় পেয়ে তাঁর অলিম্পিক অভিষেকটিও স্মৰণীয় কৰে ৰাখেন।

ভাৰতীয় পুৰুষ দলও জয় দিয়ে তাদের অভিযান শুরু কৰেছে; বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুৰুশ, নিহাল সারিন এবং বিদিত গুজৰাথি থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-১ ব্যবধানের এক জয় নিশ্চিত কৰেন। থানাদন



কুলপ্ৰধানকে পৰাজিত কৰে নিহাল প্ৰথম ভাৰতীয় হিসেবে জয় পান, এরপৰ ডি গুৰুশ এক চমৎকাৰ আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শনী উপহাৰ দিয়ে ফাৰিস ৰশিদ আলৰিয়ামিকে পৰাজিত কৰেন। এরপৰ বিদিত তুপফাহ খুমনৱকাওয়েকে হাৰিয়ে একটি স্বস্তিদায়ক জয় সম্পন্ন কৰেন। তবে, অৰ্জুন এৰিগাইসি ম্যাচের বৈশিৰ্ভাগ সময় শক্তিশালী অবস্থানে থাকার পৰেও প্ৰিণ লাওহাওয়িৰাপাপের কাছে পৰাজিত হন।

দাবা ক্যালেন্ডাৰের অন্যতম বৃহত্তম ইভেন্ট এই অলিম্পিয়াডে বিশ্বের বিভিন্ন প্ৰান্ত থেকে দলগুলো অংশ নিয়েছে। প্ৰতিটি দল তাদের স্কোয়াডে পাঁচজন খেলোয়াড় ৰাখতে পারে, যার মধ্যে প্ৰতি রাউন্ডে চাৰজন খেলোয়াড় অংশগ্ৰহণ কৰেন।

## আফগানিস্তানের মুখোমুখি ভাৰত

### নিজস্ব প্রতিবেদন

১৭ সেপ্টেম্বৰ দিল্লিৰ অৰুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শেষ টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ১২৭ ৰানে হাৰিয়ে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ হোয়াইটওয়াশ কৰল ভাৰত। প্ৰথমে ব্যাট কৰতে নেমে নিৰ্ধাৰিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২২১ ৰান কৰে টিম ইন্ডিয়া। মূল আকৰ্ষণ ওপনোৱাৰ অভিষেক শৰ্মা মাত্ৰ ৩০ বলে সেঞ্চুৰি হাঁকিয়ে দ্ৰুততম ভাৰতীয় হিসেবে ৰেকৰ্ড গড়েন এবং শেষ পৰ্যন্ত ৩৪ বলে ১০৮ ৰানের বিধ্বংসী ইনিংস উপহাৰ দেন। অপর প্ৰান্তে সঞ্জু স্যামসন ৩৫ বলে ৫০ ৰান কৰে উদ্বোধনী জুটিতে ১৪২ ৰান যোগ কৰেন। ২২২ ৰানের জবাবে ব্যাট কৰতে নেমে ভাৰতীয় বোলিং তোপের মুখে দাঁড়াতেই পাৰেনি আফগানিস্তান। মাত্ৰ ১৪.১ ওভারে ৯৪ ৰানেই গুটিয়ে যায় তারা; সৰ্বোচ্চ ২৫ ৰান কৰেন ইব্ৰাহিম জাদৱান। ভাৰতের হয়ে নীতীশ কুমাৰ ব্ৰেভিড ২৫ ৰানে ৩টি ও ৰবি বিষ্ণই ২৬ ৰানে ৩টি উইকেট নিয়ে দলের সহজ জয় নিশ্চিত কৰেন।

# টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বৰ্জন, একক সিদ্ধান্ত আসিফ নজরুলের

### শাহ মতিন টিপু

**ঢাকা:** ভাৰতে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তের পক্ষে নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছেন অন্তৰ্বৰ্তী সৰকাৰের সাৰেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। জাতীয় মৰ্যাদা ৰক্ষা, ক্ৰিকেটোৱ মোস্তাফিজুৰ ৰহমানকে অবমাননাৰ প্ৰতিবাদ এবং দলের নিৰাপত্তাৰ স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে তিনি পুনৰায় স্পষ্ট কৰেছেন।

সম্প্ৰতি জাতীয় ক্রীড়া পৰিষদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বকাপ বৰ্জনের কাৰণ অনুসন্ধান গঠিত তদন্ত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হয়। যুব ও ক্রীড়া প্ৰতিমন্ত্ৰী আমিনুল হকের নিৰ্দেশে গঠিত তিন সদস্যের এই কমিটিৰ প্ৰধান ছিলেন



মন্ত্ৰণালয়ের অতিৰিক্ত সচিব ড. এ কে এম ওয়ালী উল্লাহ। কমিটিৰ অন্য দুই সদস্য ছিলেন সাৰেক অধিনায়ক ও প্ৰধান নিৰ্বাচক

হাবিবুল বাশাৰ এবং সুপ্ৰিম কোৰ্টের আইনজীবী ব্যাৰিস্টাৰ ফয়সাল দস্তগীৰ। ২২ পৃষ্ঠাৰ ওই তদন্ত প্ৰতিবেদনে বলা হয়,

টুৰ্নামেন্ট বৰ্জনের মতো বড় সিদ্ধান্ত কোনো একক ব্যক্তিৰ নেওয়া উচিত হয়নি। সংবাদ সম্মেলনে কমিটিৰ সদস্যরা স্পষ্ট কৰেন যে, প্ৰতিবেদনে নাম উল্লেখ না থাকলেও ‘একক ব্যক্তি’ বলতে সাৰেক ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকেই বোঝানো হয়েছে।

প্ৰতিবেদন প্ৰকাশের পৰা সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া প্ৰতিক্ৰিয়ায় আসিফ নজরুল বলেন, ভাৰতে না খেলার সিদ্ধান্তটি যে তারই ছিল, তা তিনি আগেই প্ৰকাশ্যে স্বীকাৰ কৰেছেন। ফলে এতদিন পৰা মন্ত্ৰণালয়ের পক্ষ থেকে নতুন কৰে তদন্ত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্ৰশ্ন তোলেন।

সিদ্ধান্তের নেপথ্য কাৰণ ব্যাখ্যা কৰে তিনি জানান, আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুৰ ৰহমানকে অবমাননাৰকাৰেবাদ দেওয়াৰ

ঘটনা থেকেই মূলত সংকটের শুরু। পৰবৰ্তীতে আইসিসিৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিবেদনেও মোস্তাফিজের অন্তৰ্ভুক্তি, সমৰ্থকদের উপস্থিতি এবং দেশের নিৰ্বাচনপূৰ্ববৰ্তী পৰিস্থিতিৰ প্ৰেক্ষাপটে নিৰাপত্তা ৰুঁকিৰ কথা উল্লেখ কৰা হয়েছিল। পাশাপাশি, বিকল্প ভেন্যু নিয়ে আলোচনা এবং ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষের দিক থেকে ইতিবাচক সাড়া না মেলায় দল পাঠানো সম্ভব হয়নি।

দেশের আত্মমৰ্যাদাৰ ওপৰ জোৰ দিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, আকৃতিৰ দিক থেকে কোনো দেশ ছোট হলেও অযাচিত অপমান কখনো মেনে নেওয়া যায় না। মাথা নত কৰে সব হজম কৰাৰ পৰিবৰ্তে সমমৰ্যাদাৰ দ্বিপক্ষীয় সম্পৰ্কে বিশ্বাসী বলেই তিনি তখন ওই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।